POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

## আল্লাহ্‌র বাণী

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا
وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا
وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ○

অতএব, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের মন্দ কর্মের অনিষ্টসমূহকে আমাদিগ হইতে দূরীভূত কর, এবং আমাদিগকে পুণ্যবানদের সহিত (শামিল করিয়া) মৃত্যু দাও।

(আলে ইমরান:১৯৪)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

# বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 18

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 30 এপ্রিল, 2020 6 রমযান 1441 A.H

## আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

**তোমরা যে আমার সঙ্গে এক সত্যিকার সম্পর্ক তৈরী করেছ, এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল তোমরা যেন নিজেদের স্বভাব ও চরিত্রে এক লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন নিয়ে আস যা অন্যদের হেদায়াত এবং সৌভাগ্যের কারণ হয়।**

**মানুষের অনেক আশা আকাঙ্খা রয়েছে। অদৃশ্যের নিয়তি সম্পর্কে কেই বা অবগত আছে? মানুষের বাসনা অনুসারে জীবন কখনোই অতিবাহিত হয় না। কামনা-বাসনার ধারা এক আর নিয়তির বিধান এক নয়।**

## হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

### ইসতেগফার ঐশী আযাব এবং ঘোর দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার বর্ম হিসেবে কাজ করে।

মনে রাখা উচিত যে নামাযের জন্য পাঁচটি ওয়াক্ত বাধ্যবাধকতা হিসেবে কিম্বা কর্তৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হয় নি। আসলে, যদি কেউ চিন্তা করে তবে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই সময়গুলি বিভিন্ন পরিবর্তিত আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- 'আকিমিস সলাতা লিদুলিকিশ শামসি'- (বানী ইসরাঈল, আয়াত: ৭৯)। অর্থাৎ নামায কায়েম কর 'দুলুকিশশামস' (সূর্য হেলে পড়ে বিবর্ণ হওয়া) থেকে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আল্লাহ্ তা'লা এখানে নামায আরম্ভ করার সময় হিসেবে বর্ণনা করেছেন 'দুলুকুশ শামস'-কে। যদিও দুলুক শব্দটির অর্থ নিয়ে মতান্তর রয়েছে। কিন্তু দ্বি পহর গড়িয়ে যাওয়ার সময়টিকে 'দুলুক' বলা হয়। 'দুলুক' থেকে আরম্ভ করে পাঁচ ওয়াক্তের নামায রাখা হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত রহস্য কি? প্রকৃতির নিয়ম থেকে বোঝা যায় যে আধ্যাত্মিক অবস্থায় পতনের স্তরগুলিও 'দুলুক' থেকেই আরম্ভ হয়, যেগুলি পাঁচটি অবস্থায় বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই সেই নামায যা প্রকৃতিগত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা আরম্ভ হয় যখন মানুষের মধ্যে দুঃখ ও যন্ত্রণার লক্ষণাবলী প্রকাশ পেতে আরম্ভ হয়। যখন মানুষ বিপদের মধ্যে পড়ে, তখন সে কতই না বিনম্রতা অবলম্বন করে! এই মুহূর্তে যদি ভূমিকম্প আসে, তবে তার অন্তরের মধ্যে কিরূপ বিনয় ও বিগলন সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে চিন্তা করে দেখ, যদি কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আরোপ হয় আর তা বিরুদ্ধে 'সামান' বা পরোয়ানা জারি হওয়ার পর যখন সে জানতে পারে যে অমুক অমুক ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনের ধারায় অভিযুক্ত হয়েছে। পরোয়ানা দেখার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির যে দশা হয় তা সূর্যের মধ্য গগন থেকে হেলে যাওয়ার অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়। কেননা পরোয়ানা বা 'সামান' জারি হওয়া পর্যন্ত সে কিছুই জানত না। এদিকে কোর্টে উকিল পাওয়া যাবে কিনা এই উৎকণ্ঠা তাকে ঘিরে ধরে। এই উদ্বেগ ও আশঙ্কার কারণে যে দুর্বলতা দেখা দেয় সেটিই হল 'দুলুক'-এর অবস্থা। যোহরের নামায এই প্রথম অবস্থাটির পরিবর্তে রাখা হয়েছে এবং এটি এর প্রতীকি চিত্র। দ্বিতীয় যে অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয় সেটি হল যখন সে বিচারকক্ষে এসে দাঁড়ায়, যেখানে প্রতিপক্ষ এবং আদালতের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ও জেরা (প্রতিপ্রশ্ন) করা হয়। সেটি এক বিচিত্র ও অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা। এই অবস্থা এবং সময় আসরের নামাযের সঙ্গে তুলনীয়, কেননা 'আসর' শব্দের অর্থ হল শ্বাসরোধ করা এবং নিংড়ে নেওয়া। হতাশা ও উদ্বেগ আরও বেড়ে যায়, যখন সে দেখে যে পরিস্থিতি যখন ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে উঠে এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট তৈরী হয়ে যায় । কেননা তখন অভিযুক্ত ধরেই নেয় যে শাস্তি অনিবার্য। এই অবস্থাটি মগরিবের নামাযের প্রতিবর্তরূপ। এরপর যখন রায় ঘোষণা হয় এবং ব্যক্তিকে সিপাহী বা কোর্ট ইন্সপেক্টরের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তখন তা আধ্যাত্মিকভাবে এশার নামাযের প্রতীকীচিত্র হয়ে ওঠে। অবশেষে ভোরের নামাযের সময় উপস্থিত হয় এবং 'ইন্না মাআল উসরে ইউসরা' (অর্থাৎ নিশ্চয় কষ্টের পর সহজসাধ্যতা রয়েছে)-এর অবস্থার সময় আসে, যেটি আধ্যাত্মিকভাবে ফজরের নামাযের প্রতীকী চিত্র।

মোটকথা আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে পুনরায় বলছি, তোমরা যে আমার সঙ্গে এক সত্যিকার সম্পর্ক তৈরী করেছ, এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল তোমরা যেন নিজেদের স্বভাব ও চরিত্রে এক লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন নিয়ে আস যা অন্যদের হেদায়াত এবং সৌভাগ্যের কারণ হয়।

### পরকালের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর

পরকালের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। শাস্তির পূর্বে ভীত হওয়া উচিত। মর্দে আখির বাঈঁ মুবারক বান্দা ইস্ত।'

অর্থাৎ সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে পরকালের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে।

লক্ষ্য করে দেখ যে লুতের জাতি ও অন্যান্য জাতিদের কি পরিণাম হয়েছিল। হৃদয় কঠোর হলেও তাকে তিরস্কার করার মাধ্যমে অনুনয় বিনয়ের পাঠ দেওয়া প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক। অন্যদের তুলনায় এটি আমাদের জামাতের জন্য থেকে বেশি জরুরী। কেননা তারা তাজা মারেফাত লাভ করে থাকে। কেউ যদি মারেফাতের দাবি করা সত্ত্বেও তার উপর অনুশীলনকারী না হয়, তবে আস্ফালন করাই বৃথা। কাজেই আমার জামাত অন্যদের উদাসীনতা ও অবহেলা দেখে যেন নিজেরাই উদাসীন হয়ে না পড়ে। তাদের নিরুত্তাপ ভালবাসা দেখে নিজেদের ভালবাসার আবেগ যেন হারিয়ে না ফেলে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২৯)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

# ২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

## ৩০ শে ডিসেম্বর, ওয়াকফে নও ছেলেদের ক্লাস।

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

একজন খাদিম প্রশ্ন করেন যে আমাদের মুসলমান দেশগুলিতে, বিশেষ করে যেগুলি উন্নয়নশীল দেশ রয়েছে, সেখানে বিস্ফোরণের ফলে অনেক ছেলে অনাথ হয়ে যায়। ইউরোপে এমন ছেলেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে। কিন্তু সেখানে এমনটি হয় না। তাদের অসৎ সমাজে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ফলে তারা অপরাধমূলক কাজেও লিপ্ত হয়। এরপর সাধারণত মনে করা হয় যে তার আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে শস্তিও পাবে, জাহান্নামে যাবে, যদিও এতে তাদের কোনও দোষ নেই। তারা তো নিরপরাধ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে আদেশ দিয়েছেন যে অনাথদের প্রতি যত্নবান হও। এমন শিশুদের যারা অসৎ সমাজে ঠেলে দেয়, তারাও অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে এবং শাস্তি পাবে। বাকি সব কিছু আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহের উপর যা অতি ব্যপক ও বিস্তৃত। যদি কোনও শিশু এমন পরিবেশের কারণে নিরপরাধ হয় তবে সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা তার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করবেন তা বলা যায় না। আমি এখনই উদাহরণ দিয়েছি যে বাহ্যিকভাবে সৎকর্মশীল প্রক্যেক ব্যক্তি জান্নাতে যাবে আর এবং অসৎকর্মশীল প্রত্যেক ব্যক্তিই দোযখে যাবে-এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন আল্লাহ্ তা'লা। বাকি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহের উপর যা অতি ব্যপক ও বিস্তৃত। যারা মন্দ সমাজে যায় এমন ব্যক্তির সংখ্যা কত? ঐ একই পরিবেশে বেড়ে ওঠা বহু শিশু ভালও হয় আবার খারাপও হয়। ইউরোপে বসবাসকারীরা যে পরিবেশ পায় সেখানে, তো সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে। এখানে অনাথাশ্রম রয়েছে যেখানে শিশুদের ভালরকম যত্ন নেওয়া হয়। তাদের একশ শতাংশ শিশুরা কোথায় সকলে সৎকর্মশীল হয়? আল্লাহ্ তা'লার বিধিনিষেধ মান্য করার নিরিখে যদি পুণ্যকর্মের মানদণ্ড নির্ণয় করা হয়, তবে কোথায় একথা লেখা আছে যে সকলে পুণ্যবান? কেবল অর্থ উপার্জন করাই তো আর পুণ্য নয়। অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করাই তো পুণ্য নয়। বাকি রইল শস্তি প্রদানের বিষয় যা আল্লাহ্ তা'লার কাজ। সে বিষয়ে আমরা জানি না, আর সিদ্ধান্তও করতে পারি না। যদি কারোর অপরাধ না থাকে, পরিবেশ তাকে অপরাধী করেছে তবে আল্লাহ্ দয়াবান যিনি পরকালে তাকে ক্ষমাদানের উপকরণ সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি কিভাবে করবেন? সেটা আল্লাহ্ উত্তম জানেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে ইউরোপের আপনি যে উদাহরণ দিচ্ছেন যে অনাথশ্রম তৈরী করেছেন। সেখান থেকে যে সবাই ভাল তৈরী হবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? তাদের মধ্য থেকেও তো চোর, ডাকাত ও গুণ্ডা তৈরী হয়। এখানে যদি এমন মানুষ তৈরী না হয়ে থাকে তবে এমন আইন কেন তৈরী করা হয়েছে? এই সব আইন তৈরীর উদ্দেশ্যই হল এখানে এই সব অপরাধগুলি রয়েছে। এছাড়াও তাদের দৃষ্টিতে অপরাধের মাপকাঠি এবং আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে অপরাধের মাপকাঠি ভিন্ন ভিন্ন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা এই আদেশ দিয়েছেন যে অনাথদের প্রতি যত্নবান থাক, তাদের প্রতিপালন কর। যুদ্ধ কিম্বা অন্যান্য কারণে যারা মারা যায় এবং যাদের সন্তানেরা অনাথ হয়ে যায় ( সেই যুগে যুদ্ধ হত) সেই কারণে ইসলামে সেই সময় একাধিক বিবাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে অনাথদের প্রতিপালন হয়। বিবাহের উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে অনাথদের লালন পালনও একটি উদ্দেশ্য, পুরুষদের ভোগবিলাস এর উদ্দেশ্য ছিল না। ইসলামের কোথাও একথা লেখা নেই। ইসলামে কিছু নিয়ম-কানুন আছে। কিছু শর্তাবলী রয়েছে, যেগুলির মধ্যে থেকে বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকের জন্য চারটি বিবাহ করার অনুমতি নেই। আপনি মুসলমান তাই চারটি বিয়ে করার জন্য উঠে পড়লেন! আর (বলে বসলেন) এ দেশের আইন খুব খারাপ, আমাকে চারটি বিয়ে করার অনুমতি দিচ্ছে না।' চারটি বিয়ে করার উদ্দেশ্যও তো আপনার পূর্ণ হওয়া চাই, কোনও কারণ তো থাকতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বারবার এই উপদেশও দান করেছেন যে যারা অনাথদের লালনপালন করে না, তাদের প্রতি যত্নবান থাকে না, আমি তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। তিনি একথা বলেন নি যে এতীমদেরকে জাহান্নামে পাঠাব। যে সব এতীম অপরাধী হয়ে ওঠে, তাদেরকে অপরাধী বানানোর পিছনে যাদের হাত রয়েছে তারা জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ্ তা'লার দয়াশীলতাও অনেক বিস্তৃত। যে ব্যক্তি ভয়ানক শিরকে নিমজ্জিত, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তাদেরকে আমি ক্ষমা করব না। অপরদিকে আরও এক স্থানে তিনি বলেছেন এমন এক সময় আসবে যেদিন জাহান্নাম সম্পূর্ণরূপে শূন্য হয়ে পড়বে। এই জন্য জান্নাত তো সকলেই উপভোগ করবে, কিন্তু মানুষ একটু আধটু শাস্তি নিজের কৃতকর্মের জন্যও ভোগ করে। বাকি সরকার, পরিবেশ এবং মানুষের দায়িত্ব তাদের যত্ন নেওয়া। যদি তারা তাদের দেখা শোনা না করে তবে এতীমদের কাছে অজুহাত রয়েছে। তারা বলবে আমাদের দেখা শোনা করার কেউ ছিল না। আল্লাহ্ তা'লা হয়তো তাদের অজুহাত কবুল করবেন। কিন্তু যারা এতীমদের দেখাশোনা করে নি, তাদের অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। তারা নিশ্চয় নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে। বাহ্যত আল্লাহ্ তা'লার কথা শুনে এমনটিই মনে হয়। বাকি আমরা কারো সম্পর্কে কিছু বলতে পারি না। অতএব বার বার কুরআন করীম পাঠ কর। এতে অনাথদের লালন পালন করার অনেক উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

একজন খাদিম প্রশ্ন করেন যে, জামাত আহমদীয়া জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে কি ভূমিকা রাখতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: খুদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ থেকে একটি চারাগাছ রোপন করেই মনে করা হয় আমরা জলবায়ু পরিবর্তন করে দিয়েছি। কিম্বা লাজনারা কিম্বা আনসারুল্লাহ্ চারটি চারাগাছ লাগিয়েছে। প্রশ্ন হল এখন যেভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই অনুপাতে জমি চাই। জমির প্রয়োজন হলে স্বভাতই বনাঞ্চলের গাছপালা হ্রাস পাবে। জঙ্গলের অনুপাত কম। তাই নিয়মিত গাছ লাগানো উচিত। এই দেশগুলিতে ত্রিশ-চল্লিশ শতাংশ জঙ্গল থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পাকিস্তানের মত দেশ, যেখানে যতসব চোরেরা আড্ডা জমিয়েছে, সেখানে তারা জঙ্গল কেটে বিক্রি করে দিয়েছে এবং নতুন করে গাছ লাগাচ্ছে না সেখানে তার কুপ্রভাব পড়বে। যেখানে আমাদের উপায় রয়েছে সেখানে সমধিক হারে মানুষকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করুন। গাছপালা বেশি করে লাগান।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়াও পৃথিবী যে গতিতে উন্নতি করছে, (এখানে আসতে হলেও গাড়ি করে চলে আসে), তাতে কার্বন নির্গমন হ্রাস করুন। হল্যান্ডের মানুষ সাইকেল চালান, আপনারা বেশি বেশি করে সাইকেল চালান। একটু কোথাও যেতে হলেও আপনারা গাড়ি করে যান, পাকিস্তান থেকে আসা বেশিরভাগ মানুষ এই কাজ করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তাই আমরা এই কাজটুকুই করতে পারি। প্রথমত বৃক্ষরোপনে জোর দেওয়া। সেই অনুপাতে আমাদের এখানে শিল্প কারখানা নেই। তাই আমাদের কি ভূমিকা হতে পারে? আমাদের যদি এমন কোনও কলকারখানা না থাকে যার চিমনী থেকে ধোঁয়া বের হয়ে বায়ু দুষণ করবে, তবে এতে আমাদেরও কিছুটা ভূমিকা থাকবে। আপাতত জামাতের কাছে এমন কোনও জিনিস নেই। আর যতটুকু করতে পারি তা তো এমনিতেই করছি।

একজন খাদিম প্রশ্ন করেন যে 'ব্যর্থতার' পরিভাষা কি? আমরা কোন ব্যক্তিকে ব্যর্থ বলব? না কি যে নিজেকে ব্যর্থ মনে করে?

এর উত্তর হুযুর আনোয়ার একটি কবিতার এক পঙক্তি পাঠ করেন-

'মাইয়ুস ও গামযাদা কোই উসকে সিওয়া নেহি, কাবযে মেঁ জিসকে কাবযায়ে সাইফে খুদা নেহি।'

হুযুর বলেন: আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া কর। ব্যর্থতাতে কি আসে যায়? হতাশার নামই হল ব্যর্থতা। মানুষকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হয় আর এর জন্য যতটুকু সম্ভব দোয়াও করতে হয়। এরপর যে পরিণাম আসে তা আল্লাহ্ তা'লার উপর ছেড়ে দিতে হয় এবং ধরে নিতে হয় যে আল্লাহ্ তা'লারই ইচ্ছে। এরফলে হতাশা সৃষ্টি হয় না। হতাশাই অবশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আল্লাহই জানেন আমাদের জন্য কোনটি উত্তম। ব্যর্থতার আবার পরিভাষা কি? আপনি মনে করছেন একটি জিনিস আপনাকে পেতেই হবে। এর জন্য আপনি চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখলেন না, করণীয় বিষয়গুলিও পূর্ণ করেছেন, পূর্ণ পরিশ্রম করেছেন এবং সঙ্গে দোয়াও করেছেন। একজন মোমেনের এতটুকুই কাজ। একজন নাস্তিক কেবল পরিশ্রম করে যার পুরস্কার সে লাভ করে। একজন মোমেন যখন পরিশ্রম করে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত পুরস্কার লাভ

*এরপর শেষ পৃষ্ঠায়....*

# হুযুর আনোয়ার (আই.) এর বিশেষ বার্তা

**আল্লাহ্ তা'লা দোয়ার এক মহা অস্ত্র আমাদের দিয়েছেন তাই এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আসার চেষ্টা করা উচিত এবং এদিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।**

**আজ আমি পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, খুতবা না দিয়ে অফিস থেকেই বিশেষ বাণীর আদলে আপনাদের সম্বোধন করে কিছু কথা বলব**

**জামা'তের সদস্যদের উচিত নিজেদের ঘরেই বাজামা'ত নামাযের ব্যবস্থা করা এবং বাড়ির সদস্যদের নিয়ে জুমুআর নামাযও আদায় করা।**

**মলফুযাত থেকে বা জামা'তের বইপুস্তক থেকে অথবা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচনাবলী থেকে কিংবা আল-ফযল, আল-হাকাম অথবা অন্য যেকোন পুস্তি কা বা পত্রিকা থেকে অংশ বিশেষ পাঠ করে খুতবা দেওয়া যেতে পারে। পরিবারের কোন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বা কোন পুরুষ জুমুআ এবং অন্যান্য নামায পড়াতে পারেন।**

**মানুষ যখন ঘরে জুমুআর নামায পড়াবে তখন খুতবার জন্য প্রস্তুতিও নিবে, বইপুস্তক ঘাটবে আর এর ফলে জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। এভাবে সরকারী নিষেধাজ্ঞার কারণে ঘরে থাকাও ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের কারণ হবে।**

**আমাদেরও উচিত, আমাদের পারিবারিক জীবন ও অবস্থা সুধরে এবং সন্তানদের তরবিয়ত করার মাধ্যমে এ সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করা**

**জনস্বার্থে সরকার আপনাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য যেসব দিক-নির্দেশনা দিয়েছে বা যে আইন করেছে তা-ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলুন।**

**দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। দোয়ার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তা'লার কৃপা আকৃষ্ট করতে পারি এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক অবস্থাকে সবল করতে করতে পারি**

**নিজ নিজ গৃহে বাজামা'ত নামাযের অভ্যাস করুন। এতে সন্তানরাও বুঝবে, নামায পড়া আবশ্যক এবং বাজামা'ত নামায পড়া আবশ্যক। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা মসজিদে যেতে পারছি না কিন্তু এই ফরয বা আবশ্যকীয় কাজ নিজেদের ঘরে পালন করা আবশ্যক; এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিন।**

**আল্লাহ্তা'লা শীঘ্রই বিশ্বকে এই মহামারীর কবল থেকে মুক্ত করুন আর বিশ্ববাসীকে মানবতার দাবি পূরণের সামর্থ্য দান করুন আর তারা যেন আল্লাহ্ তা'লাকে চিনতে পারে।**

**সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড (ইউকে) থেকে ২৭ শে মার্চ , ২০১৯, তারিখে প্রদত্ত বিশেষ বার্তা( ২৭ আমান, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

সম্প্রতি যে মহামারীর বিস্তার ঘটেছে সে কারণে পৃথিবীর অনেক দেশই বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এখানে ব্রিটিশ সরকারও বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করেছে যেমন- মসজিদে বাজামা'ত নামায পড়া যাবে না আর যদি পড়তে হয় তাহলে দু'জন বা কয়েকজনের বেশি লোক সমাগম যেন না হয় আর তারাও যেন আত্মীয়স্বজনই হয়। এখনও আইন স্পষ্ট নয়; একেকজন একেক ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করছে। যেমন আমি বললাম, নিকট আত্মীয়স্বজন হলে একত্রে নামায পড়া যেতে পারে আবার কেউ বলছে, বন্ধু বা একই সাথে বসবাসকারী হলেও নামাযে অংশগ্রহণ করা যেতে পারে। যাহোক, এ ধরণের পরিস্থি তে যতক্ষণ পর্যন্ত (বিধিনিষেধ) স্পষ্ট না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যথারীতি জুমুআর নামায আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না; কেননা জুমুআর জন্য কিছু বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার। এজন্য আজ আমি পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, খুতবা না দিয়ে অফিস থেকেই বিশেষ বার্তার আদলে আপনাদের সম্বোধন করে কিছু কথা বলব আর যথারীতি জুমুআ আদায় করা হবে না।

মানুষ যেহেতু জুমুআর দিন এমটিএতে যুগ-খলীফার খুতবা শুনে অভ্যস্ত তাই আমি যদি আজ জামা'তকে সম্বোধন না করি তাহলে তারা হতাশ হবে। এছাড়া নানাবিধ অনুমান বা জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হয়ে যাবে। তাই আমি কোন না কোনভাবে জামা'তকে সম্বোধন করা শ্রেয় মনে করেছি; এজন্য অফিসে বসেই একটি বার্তার আদলে আপনাদের সম্বোধন করার পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

যাহোক, যেমনটি আমি বলেছি আজকে আমরা জুমুআ পড়ব না আর ভবিষ্যতে কী পন্থা অবলম্বন করা হবে তা ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে। অবশ্য আমরা দীর্ঘদিন জুমুআ ছাড়তেও পারি না। যেমনটি আমি বলেছি, জামা'তের সাথে আমার যোগাযোগ বহাল রাখাও আবশ্যক আর বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে এটি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ; তাই উকিল ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করার পর ইনশাআল্লাহ্ আমরা এর কোন সমাধান খুঁজে বের করব।

জামা'তের সদস্যদের আমি বলব, যেখানে এ রোগের কারণে বিভিন্ন দেশের সরকার মসজিদে লোক সমাগমের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করলেও যেমন, যুক্তরাজ্যে ব্যক্তিগতভাবে মসজিদে এসে মানুষ নামায পড়তে পারে অথবা পরিবারের কয়েকজন সদস্য এসে নামায পড়তে পারে (বলেছে) কিন্তু পরস্পরের মাঝে সরকার নির্ধারিত দূরত্ব বজায় রাখতে হবে অর্থাৎ একে অন্যের সাথে গা-ঘেসে যেন না দাঁড়ায়; কিন্তু তা সত্ত্বেও সবাই একসাথে এসে বাজামা'ত নামায পড়া যাবে না। কাজেই এরূপ পরিস্থি তিতে জামা'তের সদস্যদের উচিত নিজেদের ঘরেই বাজামা'ত নামাযের ব্যবস্থা করা এবং বাড়ির সদস্যদের নিয়ে জুমুআর নামাযও আদায়

করা। মলফুযাত থেকে বা জামা'তের বইপুস্তক থেকে অথবা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচনাবলী থেকে কিংবা আল-ফযল, আল-হাকাম অথবা অন্য যেকোন পুস্তি কা বা পত্রিকা থেকে অংশ বিশেষ পাঠ করে খুতবা দেওয়া যেতে পারে। পরিবারের কোন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বা কোন পুরুষ জুমুআ এবং অন্যান্য নামায পড়াতে পারেন। কোনভাবেই দীর্ঘকাল জুমুআর নামায পরিত্যাগ করা যাবে না।

মানুষ যখন ঘরে জুমুআর নামায পড়াবে তখন খুতবার জন্য প্রস্তুতিও নিবে, বইপুস্তক ঘাটবে আর এর ফলে জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। এভাবে সরকারী নিষেধাজ্ঞার কারণে ঘরে থাকাও ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের কারণ হবে। বরং এ নিষেধাজ্ঞার কারণে ঘরে বসে মানুষ কীভাবে সময় কাটাচ্ছে' এ সম্পর্কে আলহাকাম বর্তমানে যে জনমত জরিপ করছে তাতে (দেখা যাচ্ছে যে,) অধিকাংশ মানুষ লিখছেন, পবিত্র কুরআন, হাদীস, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি এবং জামা'তের বইপুস্তক পড়ে আমরা আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করছি। বর্তমানে জাগতিক বিভিন্ন সাইটে বস্তবাদি লোকেরাও মন্তব্য করছে যে, এ (নিষেধাজ্ঞার) কারণে আমাদের পারিবারিক জীবন ও পারিবারিক অবস্থাকে উন্নত করার সুযোগ হচ্ছে এবং আমাদের পারিবারিক জীবনের সৌন্দর্য ফিরে এসেছে। তাই আমাদেরও উচিত, আমাদের পারিবারিক জীবন ও অবস্থা সুধরে এবং সন্তানদের তরবিয়ত করার মাধ্যমে এ সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করা। এমটিএ-তে অনেক ভালো ভালো অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়, কিছুটা সময় এসব অনুষ্ঠানও একত্রে বসে দেখার চেষ্টা করুন।

এছাড়া যেমনটি পূর্বেও বলেছি, জনস্বার্থে সরকার আপনাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য যেসব দিক-নির্দেশনা দিয়েছে বা যে আইন করেছে তা-ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলুন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, যেমনটি গত খুতবাগুলোতে আমি বলেছিলাম– দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। দোয়ার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তা'লার কৃপা আকৃষ্ট করতে পারি এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক অবস্থাকে সবল করতে করতে পারি; হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- আমাদের বারবার এ উপদেশই দিয়েছেন। এরূপ (অর্থাৎ বর্তমান) পরিস্থি তির জন্য তিনি (আ.) এ নসীহতই করেছেন যে, যে বিষয়টির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হল, খোদা তা'লার কাছে পাপমোচনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, হৃদয়কে পবিত্র করুন এবং পুণ্যকর্মে নিয়োজিত হোন। আল্লাহ্ তা'লা দোয়ার এক মহা অস্ত্র আমাদের দিয়েছেন তাই এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আসার চেষ্টা করা উচিত এবং এদিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

জুমুআ না পড়ার যতটুকু প্রশ্ন রয়েছে, এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, হাদীস থেকে প্রতিয়মান হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে বা-জামা'ত নামায ও জুমুআ ছেড়ে দেয়া যায়। যেমন বুখারী শরীফের একটি হাদীস আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বৃষ্টির দিনে তাঁর মুয়ায্যিনকে বললেন, তুমি আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ বলবে; এরপর 'হাইয়া আলাস্ সালাত' বলার পরিবর্তে 'সাল্লু ফী বুয়ূতিকুম' অর্থাৎ 'তোমরা নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ে নাও'এই বাক্য বলবে। মানুষের কাছে এটি নতুন বিষয় বলে মনে হয় আর এতে তারা বিস্ময়ও প্রকাশ করে। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, একই কাজ তিনি অর্থাৎ মহানবী (সা.)-ও করেছেন যিনি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। (শব্দে কিছুটা পরিবর্তন এনে বলছি যে,) যদিও জুমুআ পড়া আবশ্যক কিন্তু তোমরা কাদা ও পিচ্ছিল পথ মাড়িয়ে আসবে– তোমাদেরকে এমন কষ্টে ফেলা আমি পছন্দ করি না।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জুমআ, হাদীস-৯০১)

সহীহ্ মুসলিমেও এই হাদীস কিছুটা ভিন্ন শব্দে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বৃষ্টির দিনে তার মুয়াযযেনকে বললেন, তুমি আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ বলবে তবে এরপর হাইয়া আলাস্ সালাত বলার পরিবর্তে সাল্লু ফী বুয়ূতিকুম অর্থাৎ তোমারা নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ে নাও- এই বাক্য বলবে। বর্ণনাকারী বলেন, মানুষের কাছে এ বিষয়টি নতুন মনে হলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তোমরা কি এতে অবাক হচ্ছ? একাজ তিনিও করেছিলেন যিনি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যদিও জুমুআ পড়া আবশ্যক কিন্তু কাদা ও পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করার জন্য তোমাদের বের করা আমি পছন্দ করি না।

(সহী মুসলিম, কিতাবুসসালাত, হাদীস-৬৯৯)

আল্লামা ইমাম নববী এই হাদীসের ব্যখ্যায় লিখেন, এই হাদীসে বৃষ্টি প্রভৃতির মত অপারগতায় জুমুআ না পড়ার প্রমাণ বা যুক্তি রয়েছে। তিনি লিখছেন, আমার এবং অন্যান্য ফিকাহবিদের এটিই দৃষ্টিভঙ্গি, তবে ইমাম মালেকের দৃষ্টিভঙ্গি এর চেয়ে ভিন্ন। সঠিক বিষয় একমাত্র আল্লাহ্ই ভালো জানেন!

(আল মিনহাজ শারাহ সহী মুসলিম ৫ম খণ্ড, পৃ: ২০৮)

অনুরূপভাবে এমন রোগব্যাধিকেও ফিকাহবিদগণ জুমুআ ও বাজামা'ত নামায আদায় না করার কারণগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা নিয়ে মসজিদে আসা দুরূহ। আল্লাহ্ তা'লার বাণী 'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ধর্মে কোন ধরনের কাঠিন্য রাখেন নি'-কে তাঁরা এর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। মহানবী (সা.) যখন অসুস্থ হলেন তখন এর ভিত্তিতেই তিনি মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন আর হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, তিনি যেন মানুষের ইমামতি করান। এই হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে ই রয়েছে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আযান, হাদীস-৬৮০) (সহী মুসলিম, কিতাবুস সলাত, বাব ইসতেফলাফুল ইমাম, হাদীস-৪১৯)

তেমনিভাবে কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার শঙ্কাগ্রস্ত ব্যক্তিকেও অপারগ আখ্যা দেওয়া হয়েছে আর এর প্রমাণ হল, ইবনে আব্বাসের সেই হাদীস যাতে মহানবী (সা.) অপারগতার ব্যাখ্যা হিসেবে ভীতি ও অসুস্থতাকে উল্লেখ করেছেন। এটি সুনানে আবু দাউদে সংকলিত হয়েছে।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৫৫১)

যাহোক, এই রোগ যা সংক্রমণেরও আশঙ্কা রয়েছে, যে সম্পর্কে সরকারও কিছু নিয়ম ও আইনকানুন নির্ধারণ করেছে, রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে এগুলোও মেনে চলা আবশ্যক। এরূপ পরিস্থিতিতে এক জায়গায় সমবেত হওয়া, বাজামা'ত নামায পড়া বা জুমুআর নামায আদায় করা কঠিন। কিন্তু যেভাবে আমি আপনাদের বলেছি, নিজ নিজ গৃহে বাজামা'ত নামাযের অভ্যাস করুন। এতে সন্তানরাও বুঝবে, নামায পড়া আবশ্যক এবং বাজামা'ত নামায পড়া আবশ্যক। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা মসজিদে যেতে পারছি না কিন্তু এই ফরয বা আবশ্যকীয় কাজ নিজেদের ঘরে পালন করা আবশ্যক; এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিন। কোন কোন সময় সফরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনেও এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল যখন তিনি জুমুআর নামায পড়েন নি।

(আল ফযল, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৪২, পৃ: ১, খণ্ড-২০, সংখ্যা-২১)

যাহোক, এমন অনেক রেওয়ায়েত রয়েছে যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, সংক্রামক ব্যাধিতে জনসমাবেশ বা সংক্রামক ব্যাধির সময় একে অপরের সাথে মিলিত হওয়া সঙ্গত নয়। তাই পৃথক থাকা উচিত আর (অন্যদের) পৃথক রাখুন। যাহোক যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, আমরা জুমুআ স্থায়ীভাবে ছাড়ছি না আর এর বিকল্প ব্যবস্থাও নিচ্ছি অর্থাৎ আপনারা বাড়িতেই জুমুআ পড়ুন। আমিও কোন ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব।

আল্লাহ তা'লা কৃপা করুন– এ মর্মে দোয়া করা আবশ্যক– যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি। আল্লাহ্তা'লা শীঘ্রই বিশ্বকে এই মহামারীর কবল থেকে মুক্ত করুন আর বিশ্ববাসীকে মানবতার দাবি পূরণের সামর্থ্য দান করুন আর তারা যেন আল্লাহ্ তা'লাকে চিনতে পারে। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন। আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

## জরুরী ঘোষণা

যে সমস্ত সদস্য হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)কে পত্র লেখেন তাদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে-

তাদের সমস্ত চিঠি যথারীতি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট উপস্থাপিত হচ্ছে। তথাপি কোরোনা ভাইরাস উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে চিঠির উত্তরদাতাদের সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে। এই কারণে প্রত্যেক ব্যক্তিকে উত্তর পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। হুযুর আনোয়ার (আই.) আপনাদের পত্র পাঠ করার পর আপনাদের জন্য দোয়া করছেন। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন। এই অতিমারি এবং অন্যান্য বিপদাপদ থেকে সকলকে রক্ষা করুন। সকলকে নিজ নিরাপত্তা ও শান্তির বেষ্টনীতে স্থান দিন এবং সকলের প্রতি তাঁর কৃপা দৃষ্টি থাকুক। (মুনীর আহমদ জাভেদ, প্রাইভেট সেক্রেটারী)

# হযরত মহম্মদ (সা.)-এর প্রাথমিক জীবন

**উর্দূ থেকে অনূদিত**

হযরত মহম্মদ (সা.) হিরা গুহার নির্জনতায় নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্টের আর্তি নিয়ে অশ্রু বিসর্জন করেন নি, বরং মানুষ কিভাবে শয়তানের কবল থেকে মুক্তি লাভ করে দয়ালু খোদার বান্দায় পরিণত হবে এই জন্য তিনি ব্যকুল ছিলেন। তাঁর তীব্র বাসনা ছিল যে, মিসকীন, এতীম, অসহায়, বিধবা ও ক্রীতদাস সমেত সমস্ত বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষ যেন নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেয়ে খোদার করুণার ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে। তাঁর ইচ্ছা ছিল, মিথ্যা উপাস্যের পরিবর্তে যেন প্রকৃত উপাস্যের ইবাদত করা হয় এবং মানুষ সেই সত্তাকে সনাক্ত করেন যিনি যাবতীয় শক্তির আধার, যাঁর সৌন্দর্য তাঁর উপর প্রকাশিত হয়েছিল। এই অকৃত্রিম প্রার্থনা ও আকুতি খোদার করুণা বারিকে আকর্ষণ করল। তিনি সেই বিস্ময়কর বিধিপত্র প্রাপ্ত হলেন যার দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবতার সংশোধন হতে পারে। তাঁর উপর কুরআন করীম অবতীর্ণ হতে শুরু করল।

চাদরাবৃত দুর্বল ব্যক্তিটি কেঁপে উঠল। এটি অনেক বড় দায়িত্ব ছিল, কিন্তু প্রিয় খোদার সাহায্যের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি নিজ প্রভুর আদেশে নতশির হলেন। এইরূপে তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী অর্থাৎ আওয়ালুল মুসলেমিন রূপে অভিহিত হলেন।

মানুষদেরকে খোদার নামে অবহিত করার কাজ তিনি সর্বপ্রথম নিজের ঘর থেকে শুরু করেন। তিনি নিজের সহধর্মিনী হযরত খাদিজা (রা.)কে একশ্বেরবাদের শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁর জন্য এই পয়গাম কোন নতুন ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর মানসিক একাত্মতা ছিল। তিনি কখনো কখনো হিরা গুহাতেও যেতেন। তিনি খুব ভালভাবে জানতেন যে, সত্যান্বেষী পথিক গন্তব্য পেয়ে গিয়েছে। কোন প্রতিবাদ ছাড়াই কোন প্রমাণ বা নিদর্শন না চেয়ে তাঁর নবুয়তের সত্যতাকে স্বীকার করলেন। এইভাবে তিনি প্রথম মুসলমান মহিলা হওয়ার গৌরব লাভ করলেন।

ইবনে হিশশাম বলেন, আমার নিকট একজন বিশ্বস্ত লোকের বর্ণনা পৌঁছেছে যে, জিবারাইল (আ.) মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে,

" খাদিজাকে তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাম বলে দাও"

মহানবী (সা.) বলেন- হে খাদিজা! জিবরাঈল খোদার পক্ষ থেকে তোমাকে সালাম বলছে।

খাদিজা বলেন- আল্লাহ শান্তি, তিনি শান্তির উৎস। জিবরাঈল (আ.)-এর উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। (ইবনে হিশশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: )

ইসলামের জ্যোতিতে আলোকিত হওয়া এটিই ছিল প্রথম পরিবার। এখান থেকেই আল্লাহ্ তা'লার বাণীর প্রসার হতে শুরু করে। হযরত খাদিজা (রা.) প্রথম মসুলমান মহিলা হওয়ার বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারীনি হওয়ার পাশাপাশি ইসলামের প্রচার কার্যও করেছেন। তিনি মক্কার মহিলাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের এবং হযরত মহম্মদ (সা.)-এর নবুয়তের বাণী প্রচার করতেন। একজন সংস্কৃতিবান ও বিশ্বস্ত মহিলার দ্বারা ইসলামের দিকে আহ্বান করার সুপ্রভাব পড়া স্বাভাবিক। আসুন দেখি আল্লাহ্ তা'লার রসুলের সঙ্গ দেওয়ার জন্য পুরুষদের মধ্যে প্রথম কাকে নির্বাচন করলেন।

যেদিন হযরত রসুল করীম (সা.) নবুয়তের দাবী করেন, হযরত আবু বাকার (রা.) মক্কায় ছিলেন না। তিনি মক্কা থেকে কোথাও বাইরে গিয়েছিলেন। যেহেতু প্রখর গ্রীষ্ণকাল ছিল, তাই তিনি মক্কায় ফিরে এসে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তিনি (রা.) হেলান দিতে যাবেন এমন সময় তাঁর বন্ধুর সেবিকা বলে উঠল-

হায় হায়! এর বন্ধু তো উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।

হযরত আবু বাকার (রা.) এদিক এদিক দেখলেন এবং মনে করলেন হয়তো এই কথাটি আমার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। তাই তিনি সেই বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন কোন বন্ধুর কথা বলছে? সে বলল- তোমার বন্ধু মহম্মদ।

হযরত আবু বাকার (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে?

সেই সেবিকা বলল যে, সে বলে আমার সাথে ফিরিস্তা কথা বলে। হযরত আবু বাকার (রা.) এই কথা শুনে শুতে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের চাদরটি কাঁধের উপর নিয়ে নিলেন এবং বন্ধুকে বললেন আমি এখন আসি। সেই বন্ধু বলল, একটু বিশ্রাম করে যাও। এখন তীব্র গরম। আপনি এখন গেলে কষ্ট হবে। তিনি (রা.) বললেন আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না।

তিনি সোজা হযরত মহম্মদ (সা.)-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন এবং বলেন আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। আপনি কি একথা বলেন যে, আপনার উপর আল্লাহ্র ফিরিস্তা অবতীর্ণ হয় এবং তারা আপনার সঙ্গে কথা বলেন? হযরত রসুলে করীম (সা.) চিন্তা করেন যে, ইনি আমার বন্ধু, আমাদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। তিনি যেন হোঁচট না খান। তাই তিনি (সা.) হযরত আবু বাকার (রা.) বোঝানো উচিত বলে মনে করলেন। তিনি (সা.) বললেন-

আবু বাকার প্রথমে আমার কথা তো শোন, আসল ব্যাপার হল.....

হযরত আবু বাকার (রা.) তৎক্ষণাৎ রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমি আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করব না। আপনি শুধু এতটুকু বলুন যে, আপনি কি বলেছেন যে, আপনার উপর ফিরিসতা নাযিল হয় এবং তারা আপনার সাথে কথা বলে?

হযরত মহম্মদ (সা.) পুনরায় বললেন, আবু বাকার আমার কথা তো শোন। তিনি (সা.) মনে করলেন যে, যদি হঠাৎ বলে দিই তবে হয়তো তিনি হোঁচট খাবেন। তাই ভূমিকা স্বরূপ কিছু বলে নিই। কিন্তু হযরত আবু বাকার বললেন আমি আপনাকে খোদার দোহাই দিয়ে বলছি আপনি আমাকে এসব কথা বলবেন না কেবল এতটুকু বলুন যে আপনি কি বলেছেন যে, আপনার উপর খোদার ফিরিসতা নাযিল হয়?

যখন তিনি (রা.) হযরত মহম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ্র দোহাই দিলেন এবং নিজের কথার উপর অটল থাকলেন তখন বাধ্য হয়ে বললেন-

" আবু বাকার, হ্যাঁ আমি বলেছি যে, আমার উপর খোদার ফিরিসতা নাযিল হয় এবং আমার সঙ্গে কথা বলে"

একথা শোনামাত্রই হযরত আবু বাকার (রা.) বললেন-

তবে আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আপনার উপর ঈমান আনলাম।

প্রথম যুগে বয়াত গ্রহণের পদ্ধতি ছিল এই যে, পুরুষরা হুযুর (সা.)-এর হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার করতেন যে, " খোদার উপর বিশ্বাস আনব, কোন প্রকারের শির্ক করব না, যাবতীয় প্রকারের মন্দ কর্ম যেমন, চুরি, ব্যাভিচার, হত্যা, মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকব। কারোর উপর অপবাদ দিব না।"

(বুখারী, কিতাবুল আহকাম)

মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে দশ-এগারো বছরের নিরীহ বালক আলি (রা.) যখন জানতে পারল যে, বড় ভাইয়ের উপর ফিরিস্তা নাযিল হয়েছে যে সঙ্গে করে ঐশী শিক্ষা নিয়ে এসেছে তখন সে পবিত্র মনে তা স্বীকার করে নেয়। এই ভাবে তিনি প্রথম মুসলমান বালক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এই বালকের আরও একটি বিশেষ সম্মান আছে। প্রথম প্রথম যখন নামায শেখানো হয় তখন মহানবী (সা.) তাকে সঙ্গে নিয়ে নামায পড়তেন। কখনো কখনো লোকচক্ষুর অন্তরালে কোন পাহাড়ী উপত্যকায় নামায পড়তেন। একবার তাঁরা দু'জন সকলের থেকে পৃথক হয়ে গোপনে নামায পড়ছিলেন এমতাবস্থায় কেউ আবু তালেবকে এবিষয়ে সংবাদ দেয়। আবু তালেব এসে তাদেরকে এভাবে ইবাদত করতে দেখে যারপরনায় বিস্মিত হন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে আমার ভাইপো! এটি তুমি কোন ধর্ম অবলম্বন করেছ? তিনি (সা.) বললেন-

হে আমার চাচা! এই ধর্ম হল খোদা ও তাঁর ফিরিস্তা এবং রসুলগণের এবং আমাদের পিতা ইব্রাহিমের। খোদা তা'লা আমাকে এই ধর্ম সহকারে রসুল করে পাঠিয়েছেন। হে আমার চাচা! আমি আপনাকে সত্য পথের দিকে আহ্বান করছি। আপনি এই ধর্ম গ্রহণ করুন এবং আমাদের সঙ্গ দিন। আবু তালেব বলল-

" হে আমার ভাতিজা! আমি আমার পূর্বপুরুষদের পথ ত্যাগ করতে পারি না, কিন্তু যতদিন আমি জীবিত থাকব শত্রুরা তোমাকে কষ্ট দিতে পারবে না।

এরপর আবু তালেব তার ছেলে আলি (রা.) জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি এ কি ধর্ম অবলম্বন করেছ? ছোট্ট আলি (রা.) উত্তর দিল-

আব্বাজান! আমি খোদা ও তাঁর রসুলের উপর বিশ্বাস এনেছি এবং সেই কিতাবের উপর যা খোদার রসুলের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এই নামাযও সেই ধর্মেরই অঙ্গ।

আবু তালেব বললেন- "মহম্মদ তোমাকে পুণ্যের দিকে আহ্বান করছে। তার সঙ্গ দিও।"

হযরত উসমান (রা.) বিন উফফান হাতির ঘটনার পাঁচ বছর পর জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে পড়ালেখা শিখেছিলেন। বড় হয়ে বাণিজ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সততা ও বিশ্বস্ততার কারণে বাণিজ্যে অনেক উন্নতি হয়েছিল। বাণিজ্য দলের সঙ্গে তিনি হযরত আবু বাকার (রা.)-এর সঙ্গে থাকতেন। যখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) নবুয়তের দাবী করলেন তখন তাঁর বয়স আনুমানিক ত্রিশ বছর ছিল। তাঁকে সর্বপ্রথম হযরত আবু বাকার (রা.) বলেন যে, হযরত মহম্মদ (সা.) কে এক-অদ্বিতীয় খোদা ইসলাম ধর্ম সহকারে রসুল করে পাঠিয়েছেন।

এছাড়াও তাঁর এক খালা সায়াদী বিনতে কুরেয বর্ণনা করেন যে, 'মহম্মদ বিন আব্দুল্লাহ-এর কাছে জিবরাঈল অবতীর্ণ হন এবং এমন এক আলোকময় বাণী নিয়ে আসেন যেমন সূর্যোদয় হলে আলো ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর ধর্মে কল্যাণ আছে। কখনো তাঁর বিরোধীতা করো না অন্যথা চরম লাঞ্ছনা জুটবে।" তিনি (রা.) সৎ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি আলো সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি (রা.) স্বয়ং মহানবী (সা.) -এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত রসুলে করীম (সা.)-এর পর পর দুই কন্যার সাথে তার বিবাহ হয়। এই কারণেই তাঁকে দুই জ্যোতিঃ বিশিষ্ট বলা হয়।

হযরতব আবু বাকার (রা.) -এর তবলীগের ফলে হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত সায়াদ বিন আব ওয়াকাস (রা.) কেবল উনিশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই দুই জনই মহানবী (সা.)-এর মাতার গোত্র বানু যোহরা-র সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। এরা দুজনেই পুণ্যবান ছিলেন। হযরত যুবের বিন আল আওয়াম (রা.) মহানবী (সা.)-এর পিসতুতো ভাই ছিলেন। এবং হযরত তালহা (রা.) বিন উবাইদুল্লাহ্ও স্বল্প বয়সে ইসলামের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হন। দুই তিন বছরে দোয়া এবং তবলীগের পরিশ্রমের ফলে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা নগণ্যই ছিল। হযরত আবু উবাইদুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ বিন জাররাহ (রা.) হযরত উবাইদা বিন হারিস (রা.), হযরত আবু সালমা বিন আব্দুল আসাদ, হযরত আবু হুযাইফা (রা.) বিন উতবা, হযরত সাঈদ বিন যায়েদ, হযরত উসমান বিন মাযুয়ী, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাহাম, হযরত ওবাইদুল্লাহ (রা.) বিন জাহাশ, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রা.), হযরত বিলাল (রা.) বিন রাবাহ, হযরত আমের (রা.) বিন ফুহেরা, হযরত খাব্বাব বিন আল আরিস, হযরত আবু যার গাফফারি (রা.) হযরত আসমা বিনতে আবু বাকার (রা.) , হযরত ফাতিমা বিনতে খাততাব, আব্বাস বিন আব্দুল মুতালেবের স্ত্রী হযরত উম্মে ফযল (রা.)- এই কয়েকজন বালক ও যুবক ছিলেন যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বা যারা দরিদ্র, দূর্বল ও বৃদ্ধ ছিলেন। যাদেরকে নিজেদের পরিবার বা গোত্রের মধ্যে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হত না যে তাদের ইসলাম গ্রহণের ফলে অন্যরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

সংখ্যায় নগণ্য হওয়ার কারণে এঁরা নিজেদেরকে প্রকাশ করতেন না। অনেক সময় মুসলমানেরা একে অপরের সঙ্গে মিলিতও হত কিন্তু তাঁরা নিজেদের মুসলমান হওয়ার পরিচয় গোপনই রাখত। এমনই সব দুর্বল, দারিদ্রক্লিষ্ট ও বাহ্যতঃ অসহায় মানুষদের নিয়েই ইসলামের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু ঐ সকল দুর্বল মানুষদের সঙ্গে খোদা তা'লার শক্তি ছিল, যা বিরোধী কুফফারদের মধ্য থেকে বেছে বেছে এমন মানুষদেরকে ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করাচ্ছিল যাতে ইসলামে শক্তি বৃদ্ধি পায়। এখন মক্কার একজন বীরযোদ্ধার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা শুনুন।

হযরত ওমর (রা.) ইসলামের ঘোর শত্রুদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি যে কোন প্রকারে এই নতুন ধর্মের প্রসার বন্ধ করতে চাইছিলেন।

একদিন তাঁর মনে এই ধারণার উদ্রেক হল যে, এই ধর্মের প্রবর্তককে খতম করলেই তো যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এই চিন্তা করে তিনি তরবারি হাতে নিয়ে হযরত রসুলুল্লাহ (সা.)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলেন। পথিমধ্যে কেউ জিজ্ঞাসা করল যে, ওমর তুমি কোথায় যাচ্ছ? তিনি উত্তর দিলেন আমি মহম্মদ (সা.) হত্যা করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। সেই ব্যক্তি হেসে বলল: নিজের ঘরের সংবাদ নাও। তোমার বোন ও ভগ্নীপতি তাঁর উপর ঈমান এনেছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন: মিথ্যা কথা। সেই ব্যক্তি বলল, তুমি নিজে গিয়ে খোঁজ নাও।

হযরত ওমর (রা.) যখন সেখানে গেলেন ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। ভিতরে একজন সাহাবি (রা.) কুরআন মজীদ পড়াচ্ছিলেন। তিনি (রা.) দরজার কড়া নাড়লেন। তাঁর ভগ্নীপতি জিজ্ঞাসা করলেন- কে? হযরত ওমর (রা.) উত্তর দিলেন: ওমর। তারা যখন দেখলেন যে, ওমর এসেছেন, তখন তারা সেই সাহাবী যিনি কুরআন করীম পড়াচ্ছিলেন তাঁকে এবং কুরআন মজীদের পৃষ্ঠাগুলি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে দিলেন এবং তারপর ঘরের দরজা খুললেন। কেননা তারা জানত যে, হযরত ওমর (রা.) ইসলামের ঘোর বিরোধী। হযরত উমর যেহেতু একথা শুনে এসেছিলেন যে, তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছে, তাই তিনি আসা মাত্রই জিজ্ঞাসা করলেন যে দরজা খুলতে এত দেরী হল কেন?

তাঁর ভগ্নীপতি উত্তর দিলেন: এমনিই দেরী হল। হযরত ওমর (রা.) বললেন, একথাটি সত্য নয়, অন্য কোন কারণ দরজা খুলতে বাধা সৃষ্টি করেছে। আমি শুনেছি, তোমরা সেই সাবীর ( মুশরিকরা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লেল্লাহু ওয়া আলেইহে ওয়া সাল্লামকে সাবী বলত) কথা শুনছিলে। তারা বিষয়টি ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু এতে হযরত ওমর (রা.) ক্ষুব্ধ হলেন, তিনি (রা.) তাঁর ভগ্নীপতিকে মারতে উদ্যত হলেন। তাঁর বোন স্বামীর ভালবাসার কারণেই তাদের দুজনের মাঝে এসে দাঁড়াল। হযরত ওমর হাত তুলে ফেলেছিলেন, আর তাঁর বোন সহসা মাঝে এসে পড়ায় তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি। তাঁর হাত সজোরে বোনের নাকে এসে আঘাত করে যার ফলে নাক থেকে রক্ত ঝরে পড়ে। হযরত ওমর (রা.) অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। একথা চিন্তা করে যে, তিনি একজন মহিলার উপর হাত উঠিয়েছেন আর সে কিনা তাঁর নিজের বোন আর যেহেতু আরবে প্রথা অনুযায়ী মহিলাদের উপর হাত উঠানো নিষিদ্ধ ছিল, তাই তিনি পরিস্থিতি সামাল দিতে বললেন, আচ্ছা আমাকে দেখাও তোমরা কি পড়ছিলে।

একথা শুনে তাঁর বোন উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর মধ্যে সহানুভুতি ও কোমলভাব জেগেছে। তিনি বললেন, তোমার মত ব্যক্তির হাতে আমি সেই পবিত্র বস্তু দিতে প্রস্তুত নই। হযরত উমর বললেন, " তবে আমার কি করণীয়?"

বোন বলল: ওইখানে পানি রাখা আছে, স্নান করে এস, তবেই আমি তোমার হাতে সেই বস্তুটি দিতে পারি। হযরত ওমর স্নান সেরে এলেন। বোন কুরআন করীমের পৃষ্ঠাগুলি তাঁর হাতে দিলেন। হযরত ওমরের হৃদয়ে এক প্রকার পরিবর্তন এসে গিয়েছিল, তাই কুরআন করীমের আয়াত পাঠ করতেই তাঁর মন বিগলিত হয়ে যায়। এরপর হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন যে, আজকাল হযরত রসূলে করীম (সা.) কোথায় আছেন?

হযরত রসূলে করীম (সা.) সেই সময় বিরোধীতার কারণে ঘর পরিবর্তন করতে থাকতেন। তিনি বললেন, বর্তমানে তিনি 'দারে রাকিম'-এ অবস্থান করছেন। হযরত ওমর (রা.) তৎক্ষণাৎ খোলা তরবারী হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সেই ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। বোনের মনে সংশয় দেখা দিল যে, তিনি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে যাচ্ছেন না তো? তাই তিনি সামনে এসে পথ আঁটকে দাঁড়ালেন এবং বললেন: খোদার কসম! আমি তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত যেতে দিব না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আশ্বস্ত করবে যে তুমি কোন ক্ষতি করবে না। হযরত ওমর (রা.) বললেন: আমি কথা দিচ্ছি যে, কোন ফাসাদ করব না।

হযরত ওমর (রা.) সেখানে দরজার কড়া নাড়লেন। হযরত রসুলে করীম (সা.) এবং সাহাবাগণ ভিতরে বসে ছিলেন। শিক্ষাদান চলছিল। একজন সাহাবা জিজ্ঞাসা করলেন যে, দরজায় কে? হযরত ওমর উত্তর দিলেন: ওমর।

সাহাবাগণ বললেন:হে রসুলুল্লাহ (সা.) দরজা খোলা উচিত নয়। নচেৎ সে কোন ফাসাদ করে বসবে। হযরত হামযা (রা.) সদ্য ঈমান এনেছিলেন। তিনি যোদ্ধার মত বললেন: দরজা খুলে দাও, আমি দেখছি সে কি করে।

অতএব একজন সাহাবা উঠে দরজা খুলে দিলেন। হযরত ওমর (রা.) এগিয়ে এলে হযরত রসুলে করীম (সা.) বললেন: হে ওমর ! তুমি আর কতদিন আমার বিরোধিতা করে যাবে? হযরত ওমর বললেন: হে রসুলুল্লাহ (সা.) আমি বিরোধিতা করতে আসি নি। আমি তো আপনার দাসত্ব স্বীকার করতে এসেছি।

সেই ওমর যিনি এক ঘন্টা পূর্বে ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং হযরত রসূলে করীম (সা.) কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন, তিনি এক মূহুর্তে একজন উচ্চ শ্রেণীর মোমিন হয়ে গেলেন। হযরত ওমর (রা.) মক্কার নেতাদের মধ্যে ছিলেন না, কিন্তু বীরত্বের কারণে যুবকদের উপর তাঁর বেশ প্রভাব ছিল। তিনি মুসলমান হয়ে যাওয়ার ফলে সাহাবাগণ উত্তেজনা ও আবেগে নারা ধ্বনি দিতে লাগলেন। এর পর নামাযের সময় হলে

রসুলুল্লাহ (সা.) নামায পড়ার উদ্যোগ করলেন। একঘন্টা পূর্বে যে ওমর হযরত রসুলুল্লাহ (সা.)কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন, সেই ওমরই পুনরায় তরবারী বার করে বললেন:

"হে রসুলুল্লাহ (সা.)! খোদা তা'লার রসুল এবং তাঁর মান্যকারীরা লুকিয়ে নামায পড়বে আর মক্কার মুশরিকরা বাইরে বীর-বিক্রমে ঘুরে বেড়াবে- এটা কি করে সম্ভব হয়? আমি দেখব যে, আমাদেরকে খানা কাবায় নামায পড়া থেকে বাধা দেয়।" (তফসীর কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪১-১৪৩)

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নবুয়তের দায়িত্ব অর্পিত হওয়া তিন বছর অতিক্রান্ত হল। তিনি (সা.) নীরবে প্রজ্ঞার সাথে সত্যের বাণী পৌঁছে দিচ্ছিলেন, কেননা খোদা তা'লার এটিই আদেশ ছিল। অতঃপর খোদা তা'লা প্রকাশ্যে প্রচার করার আদেশ দিলেন।

নবুয়তের ৪র্থ বছরে আল্লাহ্ তা'লা আদেশ দিলেন:

অতএব, তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ দেওয়া হইয়াছে উহা তুমি (লোকদের নিকট) সবিস্তারে বর্ণনা কর এবং মোশরেকদের উপেক্ষা কর।

(সুরা হিজর: ৯৫)

এবং তুমি (সর্বপ্রথম নিজের নিকটতম আত্মীয়স্বজনদিগকে সতর্ক কর।

(সূরা শো'রা: ২১৫)

তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার আদেশ শিরোধার্য করে একদিন সাফা পাহাড়ে বিভিন্ন গোত্রের নাম ডেকে তাদেরকে সমবেত করলেন। আলে গালেব, লুব্বী গোত্র, আলে মুরা, আলে কুলাব এবং আলে কুসা-র লোক একত্রিত হলেন। তাদের মধ্যে আবু লাহাবও ছিল।

তিনি (সা.) নিজের বক্তব্য শুরু করলেন।

তোমরা আমার আত্মীয়। আমাকে দীর্ঘ সময় ধরে চেন। আমার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে সম্যক অবগত আছ। তোমরা বল, আমি কি কখনো মিথ্যা বলেছি? তারা একবাক্যে উত্তর দিল: "কক্ষনো নয়, আপনি সর্বদা সত্য বলেন।"

তিনি (সা.) বললেন: " আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, এই ছোট পাহাড়টির পেছনে আক্রমণ উদ্যত এক বিশাল সৈন্য বাহিনী লুকিয়ে আছে, তবে কি তোমরা বিশ্বাস করবে?"

যদিও সেখানে এমন কোন আড়াল হওয়ার স্থান ছিল না যার পিছনে একটি সৈন্য বাহিনী লুকিয়ে থাকতে পারে বরং পাহাড়ের পিছনে একটি প্রশস্ত ময়দান ছিল। কিন্তু তা সত্বেও তারা বলল, যদি আপনি বলেন তবে বিশ্বাস করব। কেননা, আমরা জানি যে, আপনি কখনো মিথ্যা বলেন না।

হযরত রসূল করীম (সা.) বললেন: যদি তোমরা আমাকে সত্যবাদী মনে কর, তবে আমি তোমাদেরকে বলছি, খোদা তা'লা আমাকে বলেছেন, আমি তাঁর রসুল এবং তিনি আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন তোমাদেরকে সতর্ক করি এবং তোমাদেরকে মূর্তি পূজা থেকে বিরত রাখি। যদি তোমরা আমার কথা না শোন তবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

মক্কাবাসীরা যারা কিনা কিছুক্ষণ পূর্বেই বাহ্যতঃ অসম্ভব বিষয়ের উপরও তাঁকে সত্য বলে স্বীকার করছিল, তারাই সহসা এই কথাটি স্বীকার করতে অস্বীকার করে বসল। তাঁর কথা আগে শুনলও না। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি আরম্ভ করে দিল যে দেখ! এর কি হয়েছে! কেমন আজগুবি কথা বলছে! একথা বলে তারা এদিক সেদিক চলে গেল।

আবু লাহাব বলল, হে মহম্মদ! তুমি নিপাত যাও। তুমি এই সামান্য বিষয়ের জন্য আমাদেরকে একত্রিত করেছ? (তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড)

রসূলুল্লাহ (সা.) দেখলেন যে, তাঁর কথাকে কেউ গুরুত্ব দিল না। তাই তিনি (সা.) অন্য পথ অবলম্বন করলেন। হযরত আলি (রা.) কে বললেন, আব্দুল মুতালেবের পরিবারকে ভোজনের আমন্ত্রন দাও। তিনি (সা.) চাইছিলেন, ভোজনের পর তাদেরকে আল্লাহ্ বাণী শোনাবেন। সকল নিকটাত্মীয়রা এলেন, যারা প্রায় চল্লিশ জন ছিলেন। ভোজনের পর তিনি (সা.) যখন নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে চাইলেন সকলেই উঠে চলে যেতে গেল, কেউই তাঁর কথা শুনল না। হযরত আলি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে আরও একটি দাওয়াতের বন্দোবস্ত করলেন। তিনি (সা.) ভোজনের পূর্বে আত্মীয়দের সম্বোধন করে বললেন-

"হে আব্দুল মুতালেবের বংশধরগণ! দেখ আমি তোমাদের নিকট এমন বিষয় নিয়ে এসেছি যার থেকে উত্তম আমাদের গোত্রের নিকট কেউ কখনো নিয়ে আসে নি। আমি তোমাদেরকে খোদার দিকে আহ্বান করছি। যদি তোমরা আমার কথা শোন তবে ইহকাল ও পরকালের সর্বোত্তম নিয়ামতরাজির উত্তরাধিকারী হবে। বল তোমাদের মধ্যে থেকে কে আমার সাহায্যকারী হবে? সকলেই নীরব ছিল, পুরো বৈঠকে নিস্তব্ধতা ছেয়ে গিয়েছিল। হঠাৎই এককোণ থেকে একজন তের বছরের শীর্ণকায় বালক উঠে দাঁড়িয়ে অশ্রুসিক্ত চোখে বলে উঠল-

"যদিও আমি সব থেকে দুর্বল এবং সব থেকে ছোট, কিন্তু আমি আপনার সঙ্গ দিব"

এটি ছিলেন হযরত আলি (রা.)। হযরত রসূলে করীম (সা.) হযরত আলির এই কথা শুনে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের দিকে চেয়ে বললেন, " যদি তোমরা জান তবে নিজেদের ছেলেটির কথা শোন এবং এবং তাকে স্বীকার কর।"

উপস্থিত আত্মীয়গণ এই দৃশ্য দেখে শিক্ষা গ্রহণ করার পরিবর্তে সমস্বরে উচ্চহাসি হেসে উঠল। আবু লাহাব তার বড় ভাইকে বলল- " এখন মহম্মদ তোমাকে ছেলের আনুগত্য করার আদেশ দিচ্ছে।" এর পর এরা ইসলাম এবং মহম্মদ (সা.)-এর দুর্বলতাকে উপহাস করতে করতে বেরিয়ে গেল।

(তিবরী, সীরাত খাতামান্নাবী, পৃষ্ঠা: ১৬৭-১৬৯)

মক্কার দুষ্ট প্রকৃতির মানুষেরা মনে করল যে, কোন না কোন ভাবে এই নতুন ধর্মের পথ আটকাতে হবে। তারা বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে থাকল। কিন্তু মক্কার কিছু সৎ প্রকৃতির মানুষ এই নতুন ধর্ম সম্পর্কে জানতে মহম্মদ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতে লাগলেন। তাঁর কাছে লোকদের আসতে দেখে বাধাদানকারীরা বিভিন্নভাবে তাঁকে নির্যাতন করতে আরম্ভ করল। তাঁর কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হওয়ার কারণে তিনি (সা.) তবলীগ এবং নতুন মুসলমানদের তরবীয়তের জন্য একটি ঘরকে কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। এই পবিত্র ঘরটি ছিল একজন সাহাবী হযরত আরকম বিন আবি আরকম (রা.)-এর। এই ঘরটিকে 'দারে আরকম' বল হত। পরবর্তীকালে সেটিকে দারুস সালাম বলা হত। দারে আরকম সাফা পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে ৩৫ থেকে ৪০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত ছিল। এই গৃহটিতে পাথরের দুটি কক্ষ ছিল। এটি ছিল মুসলমানদের প্রথম পাঠশালা, প্রথম প্রচারকেন্দ্র এবং প্রথম ইবাদতগাহ। তিন বছর অর্থাৎ নবুয়তের ৪র্থ বছর থেকে ৬ষ্ঠ বছর পর্যন্ত এটিই ছিল মুসলমানদের কেন্দ্র। তবলীগও করা হত অত্যন্ত নীরব প্রজ্ঞাপূর্ণ পথে। মোটকথা নতুন মুসলমানগণ এবং ইসলামের কারণে নির্যাতিতরা এখানেই একত্রিত হতেন।

মহানবী (সা.)-এর উপর প্রাথমিক যুগে ঈমান আনয়নকার পরিবারগুলির মধ্যে একটি ছিল হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-এর পরিবার। হযরত আম্মার (রা.) সেই সময় ঈমান আনেন যখন মহানবী (সা.) দারে আরকমে অবস্থান করছিলেন। ইসলামের বাণী তাঁকে প্রভাবিত করলে তিনি (রা.) আকাঙ্খা পোষণ করেন যে, নিজে গিয়ে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি (রা.) দারে আরকমের পথ ধরলেন। পথিমধ্যে হযরত সুহেব বিন সুন্নান (রা.) -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কথায় কথায় তাঁরা জানতে পারেন যে, উভয়কেই একই প্রেমাস্পদের আকর্ষণ টেনে এনেছে। তাঁরা উভয়েই একসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। এইভাবে তাঁরা প্রথম সাতজন মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত আম্মার (রা.)-এর মায়ের নাম ছিল হযরত সুমাইয়া (রা.) এবং পিতার নাম ছিল হযরত ইয়াসির (রা.)। এই পরিবারটির উপর কুফফাররা সীমাহীন নির্যাতন চালায়। খোদার পথে তাদেরকে অসহনীয় কষ্ট

## মহানবী (সা.)-এর বাণী

**আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।**

***(সুনান ইবনে মাজা)***

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

## যুগ খলীফার বাণী

**নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।**

**(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)**

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

# ২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

## ২৯ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯
## মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

আলমেরে সিটি কাউন্সিল এবং সোসাল পার্টির সদস্য টন ভ্যান ডেন বার্গ, নিজের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন: সর্বপ্রথম সম্মানীয় খলীফাকে হল্যান্ডের সর্বাধিক সুন্দর শহরে স্বাগত জানাচ্ছি। পার্টি এবং নিজের পক্ষ থেকে জামাতের মানুষকে স্বাগত জানাচ্ছি, যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তর এবং অন্যান্য দেশ থেকে এখানে একত্রিত হয়েছেন। আমি আমার সঙ্গী কাউন্সিলরদেরকেও অভিবাদন জানাচ্ছি যারা আজ এখানে উপস্থিত আছেন। আমার মনে হয় জামাতের ইমাম দ্বিতীয় বার আলমেরে শহরে পদার্পণ করলেন। প্রথম বার ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে, যখন তিনি এই মসজিদের গোড়াপত্তন করেছিলেন। আমি হুযুর আনোয়ারকে এই শহরের জন্য সুন্দর একটি ইমারত সংযোজন করার জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি। যদিও আহমদীরা মুসলমান দেশগুলিতে অনেক বিপদ ও কষ্টের সম্মখীন, তা সত্ত্বেও তারা শান্তিপ্রিয় এবং আইনের প্রতি অনুগত নাগরিক। একদিন নিশ্চয় আপনারা 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' -স্লোগানের মাধ্যমে এই পৃথিবীর ঘৃণা-বিদ্বেষের মূল উৎপাটনকারী হবেন।

হুযুর এখানে আসার জন্য তিনি পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, আশা করি হল্যান্ডে আপনার দিনগুলি ভাল কাটবে।

* এরপর আলমেরে সিটি কাউন্সিলের 'রেসপেক্ট আলমেরে'-দলের চেয়ারম্যান মি রেনে ইখুইস নিজের ভাষণে বলেন: আপনাদের সকলের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের রাজনৈতিক দলের মতে ধর্মীয় স্বাধীনতা সকলের অধিকার, মুসলমানরাও এর অন্তর্ভুক্ত। আলমেরেতে আরও একটি মসজিদ রয়েছে যারা নিজেদের সন্তানদের অপরকে ঘৃণা করতে শেখায়। আমরা সেই মসজিদ বন্ধ করে দিতে চাই। কয়েক মাস পূর্বে আপনাদের এই মসজিদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ পাই যা আমি গ্রহণ করেছি। আমি আমাদের দলনেতার সঙ্গে এই মসজিদটি পরিদর্শন করেছি। আমাদের দল এটাই চায় যে প্রত্যেককে যেন সম্মান দেওয়া হয়। আপনাদের স্থানীয় নেতা সফীর সিদ্দীকি সাহেবও এই কাজই করছেন। আমাদের দলের মতে এভাবে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একে অপরকে ভালভাবে বুঝতে সুবিধা হয়। আপনাদের জামাতের স্থানীয় নেতা সব সময় কথা বলার জন্য প্রস্তুত থাকেন। এই কারণেই জামাত আহমদীয়াকে আলমেরে শহর স্বাগত জানায়। আমাদের দলের মতে 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে- এটি খুবই ভাল একটি এ্যাপ্রোচ। আলমেরেতে মসজিদ নির্মাণ করার জন্য আপনাদেরকে সাধুবাদ। সকলকে ধন্যবাদ।

এরপর শিখ সম্প্রদায়ের নেতা সর্দার ভুপিন্দর সিংহ নিজের ভাষণে বলেন: আমি হল্যান্ডে বসবাসকারী শিখ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আজকের এই পবিত্র দিনে আপনাদের সকলকে সাধুবাদ জানাই। আমি আপনাদের কেন্দ্র কাদিয়ানেও গিয়েছি, যেখানে আমি অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়েছি। এখানেও আমি জামাতের মানুষদের কাজ করতে দেখেছি। এঁরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। এরা কুরআন করীমের অনুবাদের কাজ এবং মানবজাতির কাছে খোদার বাণী পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে। যে বাণী হল শান্তির, যা ভালবাসা শেখায় আর শেখায় মানুষকে ঘৃণা থেকে দূরে থাকতে। এই বাণী প্রত্যেক ধর্ম এবং প্রত্যেক মানুষকে সম্মান করতে শেখায়। এই কারণে আমি আলমেরেতে আপনাদের জামাতের মানুষকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করি। আমি আপনাদেরকে আরও একবার সাধুবাদ জানাই। হযরত সাহেবের প্রতি আমার অন্তরে যারপরনায় শ্রদ্ধা ও সম্মান রয়েছে, যিনি ইংল্যাণ্ড থেকে এখানে এসেছেন। আমাদের সোসাল পার্টির সহকর্মী মি. বোমেল এবং অন্যন্য কাউন্সিলরগণদের নিয়ে হুযুরের সঙ্গে দুবার সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। আজ আলমেরেতে আপনাদের মসজিদ দেখে আমি আপ্লুত হয়েছি। আমাদের শিখ সম্প্রদায় আন্তঃধর্মীয় আলোচনায় বিশ্বাসী। তাই আমরা আম্স্টারডামে আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাদের জামাতকে আমন্ত্রিত করেছি। তারা আমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিখিয়েছেন যা আমরা জানতাম না। আমরা জানতে পেরেছি যে আপনারা এক খোদায় বিশ্বাসী, যিনি প্রকৃত স্রষ্টা। আর জাতিগত ভেদাভেদ বলে কিছু নেই। প্রত্যেকের জন্য সমান ভালবাসা। এই জন্য শিখ সম্প্রদায়ের মনে আপনাদের জন্য অনেক সম্মান রয়েছে। আমি আপনাদেরকে আরও একবার সাধুবাদ জানাচ্ছি।

এরপর হল্যাণ্ডের আমীর সাহেব নিজের ভাষণ দান করেন। ভাষণে তিনি মসজিদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরে বলেন, মি. ফারহান, যিনি একজন আর্কিটেক্ট, এবং মি. ভোগেলজি, যিনি নির্মাণকর্তা, তাদের দুজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। এছাড়াও আই.এ.এ.এ.ই দল এবং স্থানীয় জামাতের সদর সাহেব হানিফ হেনড্রিক এবং তাঁর দলের কথা উল্লেখ করতে চাই যারা অত্যন্ত পরিশ্রম করেছেন। এছাড়াও বেলজিয়াম এবং জার্মানীর কয়েকজন শুভাকাঙ্খীর কথা উল্লেখ করব যারা এই মসজিদ নির্মাণে নিজেদের অবদান রেখেছেন। অনুরূপভাবে অর্থ সংগ্রহকারী দল এবং কেন্দ্রীয় মসজিদ কমিটির কথাও উল্লেখ করব। এছাড়াও সেই সমস্ত নারী পুরুষ এবং কিশোর কিশোরীদের কথাও না বললে নয় যারা কয়েক বছর ধরে মসজিদ নির্মাণে নিজেদের ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের সকলকে স্মরণ করা এবং ধন্যবাদ জানানো অত্যন্ত জরুরী।

আমীর সাহেব বলেন: এই মসজিদ প্রকল্পে স্বেচ্ছাসেবীরা সাড়ে ছয় হাজার ঘন্টা কোনও পারিশ্রমিক ছাড়াই কাজ করেছেন। যারা এখানে কাজ করেছেন তাদের সংখ্যা বিশাল। আমি হুযুর আনোয়ারের সমীপে সকলের জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

এরপর ডাচ রাজনীতিক জার্যি সোয়েতোকোউ, যিনি লিবারেল পার্টির একজন সদস্য এবং ২০১৮ সাল থেকে আল্ডারম্যান হিসেবে কাজ করছেন। এছাড়াও তিনি আলমেরে শহরের ডেপুটি মেয়র পদেও রয়েছেন। নিজের বক্তব্যে তিনি বলেন: আজ এখানে আসা আমার জন্য সম্মানে কারণ। এই মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আপানাদের এখানে সমবেত হওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। আপনাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি নিশ্চয় জানেন যে এই শহরটি মাত্র ৪২ বছর পুরোনো। এদিক থেকে এটি হল্যাণ্ডের সব থেকে নতুন শহর। আর আপনারা এক নতুন ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছেন। এই শহরের জনসংখ্যা শূন্য থেকে দুই লক্ষ দশ হাজারে পৌঁছে গিয়েছে। সারা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ এখানে এসে বসতি গড়েছে। আজ আমরা একশ চল্লিশটি দেশের একশ উনিশটি জাতির মানুষের ঐক্যতান উদযাপন করছি। জাতিগত বৈচিত্রের মধ্যে এক বিশেষ শক্তি কাজ করে। আমরা একজোট হয়ে পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পারি এবং একে অপরের কাছ থেকে নতুন জিনিস শিখতে পারি। এই মসজিদের লক্ষ্য- 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আজ আমরা একটি নতুন জামাতকে এই শহরে স্বাগত জানাচ্ছি।

ডেপুটি মেয়র এবং আল্ডারম্যান হিসেবে এই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত আমাদের এই সমাজকে আমি প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখি। আপনি যদি সত্যি সত্যিই এই বিবিধতাকে উপভোগ করতে চান, তবে সেক্ষেত্রে আমাদের উপর কিছু দায়িত্বাবলীও বর্তায়। প্রথমত আলমেরে শহরের প্রত্যেক নাগরিকের ভিত্তি একটি অভিন্ন বিষয়ের উপর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখানে আপনাদের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে নিজের ধর্মবিশ্বাস অবলম্বন করার এবং নিজের ইচ্ছেমত জীবনযাপন করার। তাই প্রত্যেক নাগরিকের উচিত পরস্পরের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা। এই শহরকে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষে পূর্ণ দেখে অনুমান করা যায় যে নতুন সম্পর্ক তৈরী হওয়া আরম্ভ হয়েছে আর সেটি দারুণ একটি বিষয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল আমরা কেবল তখনই নিজেদেরকে স্বাধীন বলতে

### যুগ খলীফার বাণী

**আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ । (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)**

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

### মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)

পারি যখন মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে এবং প্রত্যেকে আমাদের এই শহরে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। এখানেও পুলিসও বিদ্যমান আর আমি ডেপুটি মেয়র হিসেবে এসেছি। তাই আপনাদের ধর্ম ও মতবাদ যাই হোক, এই শহরের প্রশাসকদের উপর আস্থা রাখতে পারেন।

তৃতীয় বিষয়টি হল আমরা আপনাদের জামাতের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে চাই। কেননা, যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, আমরা সকলে এই শহরে নতুন আর আমরা সকলে মিলে এক নতুন সম্প্রদায়ের জন্ম দিচ্ছি। আমাদের এক অনন্য মর্যাদা রয়েছে কেননা সমগ্র ইউরোপে একমাত্র আমাদের শহরেই এখনও পর্যন্ত একটি জাতির মানুষই এসেছেন। এই শহরের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত। তাই আমরা প্রতিদিন এই শহরের ইতিহাস লিখে চলেছি, আর এই মসজিদের উদ্বোধনও এরই অংশ। আমি আশা করি আমি নিজেও এবং শহরের অন্যন্য মানুষেরাও আপনাদের জামাতের কাছে অনেক কিছু শিখবেন। একথা আমি শহরের ডেপুটি মেয়র হিসেবে বলছি না, বরং একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে বলছি।

ডেপুটি মেয়র বক্তব্যের শেষে বলেন: আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলের উপর কৃপা করুন। আসুন আমরা সকলে মিলে এই মহান শহরে এই মসজিদের উদ্বোধন উদযাপন করি। আপনাদেরকে ধন্যবাদ। এখানে মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আসা আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের কারণ। সকলকে ধন্যবাদ।

## হুযুরের ভাষণ

তাশাহুদ ও তাউয পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ! আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক। সর্ব প্রথম আমি আপনাদের সকলকে আলমেরেতে মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানাই। আজকাল পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে বসবাসকারীদের অনেকে ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্পর্কে অনেক সন্দেহ পোষণ করে। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে অনেকে ইসলাম এবং এর মান্যকারীদের সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত রয়েছে। আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এখানে উপস্থিত হওয়া থেকে বোঝা যায় যে আপনারা উদার মনের মানুষ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মমতাবলম্বীদের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী।

এর দ্বারা আপনাদের আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ইচ্ছা প্রকাশ পায় এবং বোঝা যায় যে আপনারা মানবীয় মূল্যবোধের গুরুত্ব বোঝেন। আমি আন্তরিকভাবে আপনাদের এই ভাবগতির জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আপনাদেরকে আশ্বস্ত করছি যে আমাদের ধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে ধর্ম অন্তরের বিষয় যা মানুষ কোনও বল প্রয়োগ ছাড়াই গ্রহণ করে।

এই প্রসঙ্গে কুরআন করীম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে যে, ধর্মের বিষয়ে কোনও জোরজবরদস্তি নেই। মসজিদ উদ্বোধন নির্ভেজালভাবে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। আর আপনারা নিশ্চয় এ বিষয়ে আশ্চর্য হবেন না যে আমরা আহমদী মুসলমানদের মসজিদের সঙ্গে আন্তরিক আবেগ জড়িয়ে থাকে। এই কারণে মসজিদ উদ্বোধন আমাদের জন্য অত্যন্ত আবেগ ও আনন্দঘন একটি মুহুর্ত। কেননা এই শহরে খোদা তা'লা নির্দেশিত পথে তাঁর ইবাদতের জন্য আমরা একটি জায়গা পেয়েছি। যাইহোক সমস্ত অতিথিবর্গ যারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন, আপনাদের তেমন কোনও আবেগ এর সঙ্গে জড়িত নেই, কিন্তু তাসত্ত্বেও আপনারা চেষ্টা করে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে আপনারা অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ, উদার এবং সহনশীল মানুষ। এর থেকে এও প্রমাণিত হয় যে আপনারা একথা জানতে উৎসুক যে মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যাবলী এবং কারণসমূহ কি? আমি এজন্যও আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। কেননা ভিন্ন ধর্মের মতবাদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাও আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা বিভাজনকারী প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এছাড়াও এর দ্বারা সেই সমস্ত গল্পগুজবেরও অপনোদন হয় যেগুলি অহেতুক অস্থিরতার সৃষ্টি করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কোনও অমুসলিম দেশের মানুষের মনে যদি ইসলাম সম্পর্কে ভীতি থাকে আর অনেকে একথা মনে করে যে মুসলমান এবং মসজিদ সমাজের শান্তির পক্ষে বিপদ, তবে তা নিঃসন্দেহে আমার এবং প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় মুসলমানের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়। তথাপি বাস্তব ঠিক এর বিপরীত। তাই স্থানীয় মানুষদের মনে যদি এ বিষয়ে কোন আশঙ্কা থাকে, সেজন্য আমি এখন মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করব যাতে আপনারা ভালভাবে মসজিদের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হন।

মসজিদের মূল উদ্দেশ্য হল এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত করা। মসজিদ সেই স্থান যেখানে মুসলমানেরা মহাসম্মানিত খোদা তা'লার সম্মুখে নতজানু হওয়ার জন্য একত্রিত হয়। মসজিদ নির্মাণের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যটি হল মুসলমানেরা যেন একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে সুদৃঢ় করে এবং জামাতী ঐক্য ও সংহতির বিকাশ ঘটায়। মসজিদ নির্মানের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যটি হল মসজিদ যেন অমুসলিমদেরকে ইসলামি শিক্ষামালা সম্পর্কে অবগত করার মাধ্যম হয় এবং বৃহত্তর সমাজের অধিকার রক্ষা হয়। অতএব মসজিদ এমন এক স্থান যেখানে মুসলমানরা একত্রিত হয়ে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিবেশী এবং সমাজের অধিকার পূর্ণ করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: স্পষ্ট থাকে যে যদি কোনও মসজিদ শান্তি ও মানবীয় সহানুভুতি প্রসারকারী না হয়, এবং যেখানে খোদা তা'লা এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার প্রদান করা না হয় তবে এমন মসজিদ অন্তঃসারশূন্য, এর উপমা ফাঁকা খোলসের ন্যায়। ইসলামের ইতিহাসকে অগভীর দৃষ্টিতে দেখলেও একথা প্রমাণ হয় যে ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) -এর যুগে এমনই একটি নামসর্বস্ব মসজিদ নির্মিত হয়েছিল যেখানে ক্ষতিকর উপাদান দানা বাঁধছিল এবং সমাজ বিভাজনের বীজ বপন করা হচ্ছিল। এই মসজিদ মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষের আগুন উস্কে দেওয়ার কাজ করত। এছাড়া এটি মুসলমান এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর মাঝে, বিশেষ করে ইহুদী গোত্রগুলির মাঝে যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার জন্য তৈরী হয়েছিল। পরিণামে কুরআন করীমে একথার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা রসুল করীম (সা.) কে সেই মসজিদটিকে ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেননা সেটি অসৎ উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছিল। কাজেই সেই মসজিদটি ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়। যেমনটি আমি বলেছি ঘটনাটি কুরআন শরীফেও উল্লেখিত হয়েছে। কাজেই এই ঘটনা মুসলমানদের জন্য সব সময় জেরালো সতর্কতা হিসেবে কাজ করবে। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে যদি কোনও মসজিদ শান্তি-নীড় হিসেবে ব্যবহৃত না হয়, যেখানে মানুষ অপরের অধিকার প্রদানের জন্য একত্রিত হয়। বরং উগ্রবাদ এবং জাতিবিদ্বেষ প্রসার করে, তবে তা কখনো নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে সক্ষম হবে না, প্রকৃত মসজিদ নামেও পরিচিত হওয়ার অধিকারী হবে না। মসজিদের উদ্দেশ্য কেবল তখনই পূর্ণ হয় যখন নামাযীরা মসজিদে এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে প্রবেশ করবে যে, তারা কেবল আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করবে এবং মানবজাতির কল্যাণে কাজ করবে। মসজিদের উদ্দেশ্য কেবল তখনই পূর্ণ হতে পারে যখন ইবাদতকারীরা স্বার্থত্যাগের চেতনা, বিনয় এবং মানবজাতির প্রতি সহানুভুতি ও ভালবাসায় আপ্লুত থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আরও একটি বিষয় আমি স্পষ্ট করতে চাই যে, মসজিদ নির্ভেজালভাবে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উপাসনাগার। আর তা সকল প্রকারের বস্তুবাদীতা এবং এমন সব বিষয় থেকে মুক্ত হওয়া আবশ্যক যার দ্বারা সমাজের শান্তি বিনষ্ট হয়, সেই সমস্ত কার্যকলাপ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, ইসলামের প্রবর্তক এমন বিষয়গুলি সম্পর্কে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মসজিদে কেবল এমন সব অনুষ্ঠানের অনুমতি আছে যেগুলির দ্বারা খোদা তা'লার ইবাদতের প্রতি বা ইসলামের শান্তিপূর্ণ প্রচারের প্রতি কিম্বা সমাজের চাহিদা পূরণের প্রদি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। আমরা মসজিদ নির্মাণ করি তখন তার দ্বারা একদিকে যেমন খোদা তা'লার


## নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

**টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131**

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)


## যুগ ইমাম-এর বাণী

**"সর্বদা সত্যের সঙ্গ দাও।"**

**(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৫)**

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

ইবাদতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত একত্রিত হই, যেখানে আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উন্নতির জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান করি, তেমনি অপরদিকে নিয়মিত এমন সব অনুষ্ঠানও আয়োজিত হয় যেগুলিতে প্রতিবেশী ও বৃহত্তর সমাজের সেবার জন্য পরিকল্পনার কথা ভাবা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা এমন সব পরিকল্পনা তৈরী করি যেগুলির দ্বারা অভাবপীড়িত এবং প্রান্তীয় মানুষদের সহায়তা করতে পারি এবং অনাথদের অধিকার পুরো করতে পারি এবং সমাজের বঞ্চিত ও দুর্বলশ্রেণীর মানুষকে জীবনধারণের জন্য আবশ্যকীয় উপকরণ সরবরাহ করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই প্রচেষ্টায় অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা 'হিউম্যানিটি ফার্স্ট' নামে একটি আন্তর্জাতিক সেবাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা সারা পৃথিবীতে বছর ব্যাপী স্থানীয় স্তরে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে থাকি। যেমন আফ্রিকায় আমরা একদিকে মানুষকে ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে মসজিদ নির্মাণ করি। তেমনি স্থানীয় মানুষদেরকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সহায়তাও করি। আমরা হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্কুল নির্মাণ করি যেখানে প্রত্যেকে স্বাগত। বস্তুত যারা আমাদের স্কুল ও হাসপাতালে আসে তাদের অধিকাংশ জামাতের বাইরেকার।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কেবল মানবতার সেবা এবং বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষদেরকে সহায়তা করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা মানব সেবার একটি প্রকল্প শুরু করেছি যার মাধ্যমে আফ্রিকার প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জে পানি সরবরাহ করি। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার বোরিং করে জলের কল লাগাচ্ছে যেগুলি স্থানীয় মানুষদের পরিস্কার ও সহজলভ্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি নিজের চোখে দেখেন, একথা কল্পনাও করতে পারবেন না যে কিভাবে স্থানীয় মানুষ, যারা পরিস্কার পানীয় জলের কথা ভাবতে পারত না, তারা প্রথম বার পাইপের মাধ্যমে জল বইতে দেখে অপার আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে, সীমাহীন দারিদ্র ও অভাবের মধ্যে জন্ম নেওয়া নিষ্পাপ শিশুগুলি আনন্দ ও বিস্ময়ে আভিভূত হয়ে পড়ে। এই স্থানীয় মানুষেরা বংশ পরম্পরায় নিয়ম করে প্রতিদিন মাথায় জলের পাত্র বা হাঁড়ি নিয়ে মাইলের পর মাইল পথ অতিক্রম করে জলাশয় থেকে গৃহকার্যে ব্যবহার্য জল নিয়ে আসতে বাধ্য হয়। আর এই পানি যার জন্য এতকষ্ট করে যাওয়া, তাও এত দুষিত যা বহু রোগের জন্ম দেয়। এমতাবস্থায় হতাশাগ্রস্ত এই সব মানুষগুলি যখন টাটকা এবং পরিস্কার পানি চোখে দেখে, তখন তাদের মনে হয় যেন তারা সারা পৃথিবীর ধন-সম্পদ হাতে পেয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব, আমাদের ঈমান হল যদি একজন মুসলমান আল্লাহ্ তা'লা ইবাদত এবং মজিদের অধিকার প্রদান করার বাসনা রাখে, তবে তার জন্য মানুষের অধিকার প্রদান করা আবশ্যক। মুসলমানদের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'লার খিদমত এবং মানবতার সেবা একে অপরের পরিপূরক। যদি একজন মুসলমান (খোদা না করুক) অপরকে দুঃখ কষ্টে ফেলে, তাদের প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন না করে, তবে সে নিয়মিত আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করলেও তার সমস্ত ইবাদত অনর্থক। আল্লাহ্ তা'লা কুরান করীমের সূরা মাউনের ৩ থেকে ৭ নং আয়াতে বর্ণনা করেছেন, ' সেই ব্যক্তিই যে অনাথদের তাড়িয়ে দেয় এবং মিসকনীদের আহার করানোর বিষয়ে আগ্রহ না পায়। অতএব এমন নামাযীদের জন্য অভিসম্পাত যারা নিজেদের নামায সম্পর্কে উদাসীন থাকে। এমন মানুষ প্রদর্শনমুখীতার শিকার। কেননা তারা হুকুকুল ইবাদ পূর্ণ করে না। এমন মানুষদের দোয়া কবুল হয় না। এখানে আল্লাহ্ তা'লা ঐ সমস্ত মানুষের উপর অভিসম্পাত করলেন যারা ইবাদত করে ঠিকই, কিন্তু দুর্বল এবং অভাবী মানুষদের অধিকার প্রদান করে না। আর একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে এমন মানুষদের দোয়া কখনও গ্রহণ করা হবে না। তাদের ইবাদতসমূহ এবং মসজিদে যাওয়া প্রবঞ্চনা ও প্রদর্শনমুখীতা ছাড়া কিছুই নয়।

## মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

**(সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)**

# সদকাতুল ফিতর আদায়

আলহামদোলিল্লাহ এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে পবিত্র রমযান মাস শুরু হয়েছে। ইসলামে ফিতরানা আদায়ের জন্য এক 'সা' ( যা প্রায় ২ কিলো ৭৫০ গ্রাম) -এর হার নির্ধারিত রয়েছে। জামাতের সদস্যদের উচিত সঠিকহারে রমযানের প্রথম বা দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে সদকাতুল ফিতর দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। যেহেতু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ফসলের (চাউল, গম)-এর মূল্য ভিন্ন। এই কারণে নিজেদের স্থানীয় মূল্যে নির্ধারিত হার (২ কিলো ৭৫০ গ্রাম ফসল) অনুসারে ফিতরানার চাঁদা দান করুন।

পাঞ্জাবের জন্য এবছর সাদকাতুল ফিতর মাথাপিছু ৫৫ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। স্থানীয় জামাতে অভাব-পীড়িত ও সদকা পাওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ থাকলে সদকাতুল ফিতরের মোট অর্থের নব্বই শতাংশ পর্যন্ত মজলিসে আমেলার পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিতরণ করা যেতে পারে। অবশিষ্ট অর্থ মরকযে জমা করে দিতে হবে। জামাতে যদি দরিদ্র ও সদকা পাওয়ার মত ব্যক্তি না থাকে তবে সেই জামাতে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার জামাতী খাতায় জমা করে দিতে হবে। স্পষ্ট থাকে যে, ফিতরানার অর্থ মসজিদ বা অন্যান্য প্রয়োজনে খরচ করার অনুমতি নেই।

# ঈদ ফান্ড

এই চাঁদা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকে চলে আসছে। এই তহবিলের উদ্দেশ্যে ছিল এই যে, যেখানে আনন্দ-উৎসবের সময় মানুষ ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য বস্ত্র, আহার, নেমনতন্ন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের খরচ করে, অপরকে উপহারও দেয় সেখানে এই আনন্দের সময় ধর্মের উদ্দেশ্যও স্মরণ রাখা উচিত। আহমদী সদস্যরা বয়াতের সময়ই এই অঙ্গীকার করেছে যে, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিবে। এই কারণে প্রত্যেক আহমদীর কাছে এই প্রত্যাশা করা হয় যে, তারা উৎসব-আনন্দের সময় ধর্মের উদ্দেশ্যকে অবশ্যই স্মরণে রাখবে। এই উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে এই খাতে উপার্জনশীল আহমদী সদস্যরা একটাকা মাথাপিছু ঈদ ফান্ড হিসেবে চাঁদা দিত। প্রস্তাব হল এই যে, ঈদের দিন যে যৎসামান্য খরচ করা হয় তার অর্ধেক এই খাতে চাঁদা দেওয়া উচিত। ঈদ ফান্ডের চাঁদা ঈদের পূর্বে যে কোন দিন দেওয়া যেতে পারে। এটি কেন্দ্রীয় চাঁদা। এর পুরোটাই সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার কোষাগারে জমা হওয়া আবশ্যক। এর থেকে স্থানীয়ভাবে কোন অর্থ খরচ করার অনুমতি নেই।

(নাযির বায়তুল মাল আমাদ, কাদিয়ান)

# বদর পত্রিকা সংরক্ষণ করুন

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের স্মারক 'বদর পত্রিকা' ১৯৫২ সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাদিয়ান দারুল আমান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণ করে চলেছে। এতে কুরআনের আয়াত, মহানবী (সা.)-এর হাদীস, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মালফুযাত ও লেখনী ছাড়াও সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাম্প্রতিক খুতবা ও ভাষণ, বার্তা, প্রশ্নোত্তর আকারে খুতবা জুমা, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সফরের ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞান সমৃদ্ধ ঈমান উদ্দীপক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর অধ্যায়ন করা, অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। এই সমস্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বদর পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যা যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দেওয়া আমাদের সকলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা সম্বলিত এই পবিত্র পত্রিকা সম্মানের দাবি রাখে। অতএব এটিকে বাতিল কাগজ হিসেবে বিক্রি করা এর সম্মানকে পদদলিত করার নামান্তর। যত্ন করে রাখা যদি সম্ভব না হয়, তবে সেগুলিকে অতি সাবধানে নষ্ট করে দিন যাতে এই পবিত্র লেখনী গুলির অসম্মান না হয়। আশা করা যায়, জামাতের সদস্যবর্গ এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিবেন এবং এর থেকে যথাসম্ভব উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রাখবেন। (সম্পাদকীয়)

## মহানবী (সা.)-এর বাণী

**আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।**

**(সুনান সঈদ বিন মনসুর)**

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad**

৭ পাতার পর...

দেওয়া হয়েছে। (উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৪)

হযরত সুমাইয়া (রা.)-কে অত্যাচারীরা মেরে ফেলে। এই ভাবে তিনি প্রথম শহীদ মুসলমান মহিলা হওয়ার সম্মানের অধিকারী হন। হযরত আম্মার (রা.)-কে রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে কষ্ট দেওয়া হত, পানিতে মুখ ডুবিয়ে ধরে রাখা হত, উত্তপ্ত বালুকা রাশির উপর শুইয়ে রেখে প্রহার করে আধমরা করে দিত। কিছু খেতে বা পান করতে দেওয়া হত না। তাঁকে এইভাবে অত্যাচারিত হতে দেখে রসুলে করীম (সা.) বলতেন-

হে ইয়াসিরের বংশধর! ধৈর্য্য অবলম্বন কর। আমি তোমাকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রসুল করীম (সা.) স্বয়ং বলতে শুনেছি- "আম্মার আপাদ-মস্তক ঈমানে পরিপূর্ণ।" (ইসতিয়াব)

মক্কার মুশরিকদের জন্য রসুলে করীম (সা.)-এর কথাবার্তা অপরিচিত ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর উপর নিজেদের ধর্মে বাধা সৃষ্টি করার অভিযোগ করছিল। তারা মনে করত, যেহেতু মহম্মদ (সা.) মূর্তিদেরকে খারাপ বলে, এই কারণে তারা রসুলুল্লাহ (সা.)-এর উপর অসন্তুষ্ট ছিল। এই অসন্তুষ্টির কারণে কারণে তারা এই শাস্তি দিয়েছে যে, তাঁর মাথা খারাপ (নাউযুবিল্লাহ) হয়ে গিয়েছে। এই জন্যই সে অসংলগ্ন ও অযৌক্তিক কথাবার্তা বলছে। মক্কাবাসীরা নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দিল যাতে তাঁর কথা কেউ না শোনে আর যদি শুনেও নেয় তবে যেন না মানে। আর কেউ যদি মেনে নেয় তবে তাকে এমন শাস্তি দেওয়া হয় যেন সে তওবা করে অথবা তাকে মেরে ফেলা হয় যাতে অন্যরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয় এবং মহম্মদ (সা.)-কে স্বীকার না করে। ধর্মের ইতিহাসে চিরকালই এমনটিই হয়ে এসেছে। ঘোর বিরোধীতা করা হয়ে থাকে, কিন্তু আল্লাহ্‌র বান্দা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করতে থাকে। তিনি (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণও সর্বাবস্থায় মক্কাবাসীকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করতে থাকেন। তিনি (সা.) তাদেরকে বোঝাতেন যে-

" এই পৃথিবীর স্রষ্টা একজনই। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যত সংখ্যক নবী হয়েছেন তাঁরা সকলেই একশ্বেরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এবং স্বজাতিকেও এই শিক্ষার প্রতি আহ্বান করতেন। তোমরা এক-অদ্বিতীয় খোদার উপর ঈমান আন। এই পাথরের মূর্তিগুলিকে ত্যাগ কর, কেননা এগুলি অনর্থক, এদের কোন শক্তি নেই।

হে মক্কা বাসীগণ! তোমরা কি দেখনা যে, এদের সামনে যে এত কামনা-বাসনা করা হয়, অথচ এদের উপর মাছির ঝাঁক এসে বসে তবে সেগুলিকে ওড়ানোর ক্ষমতাও এরা রাখে না। যদি তাদের উপর কেউ আক্রমণ করে তবে তারা নিজেদের সুরক্ষা করতে অক্ষম। কেউ যদি কোন প্রশ্ন করে তবে তার উত্তর দিতে পারে না। কিন্তু এক-অদ্বিতীয় খোদা যাচনাকারীদের সহায়তা করেন, নিজের শত্রুদের পর্যদুস্ত করেন এবং তাঁর উপাসনাকারী বান্দাদের অশেষ উন্নতি দান করেন। তাঁর থেকে জ্যোতিঃ উৎসারিত হয় যা তাঁর উপাসনাকারীদের অন্তরকে আলোকিত করে। তবে তোমরা কেন এমন খোদাকে ত্যাগ করে একটি নির্জীব মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে নিজেদের জীবন নষ্ট করছ? তোমরা কি অনুভব কর না যে, খোদা তা'লার একত্ববাদকে ত্যাগ করার কারণে তোমাদের চিন্তাধারাও কিরূপ কলুষিত এবং অন্তরসমূহ তমাশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তোমরা বিভিন্ন প্রকারের ভ্রান্ত শিক্ষার শিকার হয়ে পড়েছ। বৈধ ও অবৈধর মধ্যে তফাৎটুকুও অবশিষ্ট নেই। ভাল ও মন্দের মধ্যে তোমরা পার্থক্য করতে পার না। নিজেদের মায়ের অসম্মান কর। নিজেদের বোন ও কন্যসন্তানদের উপর অত্যাচার কর। তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর না। নিজেদের স্ত্রীগণের সঙ্গে উত্তম আচরণ কর না। অনাথদের অধিকার আত্মসাৎ কর এবং বিধবাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার কর। গরীব, অসহায় ও দুর্বলদের উপর অত্যাচার কর। অপরের অধিকার আত্মসাৎ করে মহাত্ম্য প্রকাশ করতে চাও। মিথ্যা ও প্রতারণা করতে তোমাদের বাধে না। চুরি ও দস্যুবৃত্তিকে তোমরা ঘৃণা কর না। জুয়া এবং মদ্যপান তোমাদের নিত্যদিনের কর্ম। জ্ঞানার্জন এবং জাতির সেবার প্রতি তোমাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। এক খোদা থেকে তোমরা আর কতদিন উদাসীন থাকবে? এস নিজেদের সংশোধন কর, জুলুম ত্যাগ কর এবং প্রত্যেক প্রাপককে তার অধিকার দাও। খোদা যদি সম্পদ দিয়ে তাকে তবে তা দেশ ও জাতির সেবা এবং দুর্বল ও দরিদ্রদের উন্নতিকল্পে ব্যয় কর। নারীদের সম্মান কর, তাদের অধিকার প্রদান কর। অনাথদেরকে আল্লাহ্‌ তা'লার গচ্ছিত সম্পদ মনে কর এবং তাদের তত্ত্বাবধান করাকে উচ্চমানের পুণ্য কর্ম জ্ঞান কর। বিধবাদের সহায় হও। পণ্যকর্ম এবং তাকওয়া প্রতিষ্ঠিত কর। ন্যায়নীতি অবলম্বন করার পাশাপাশি সদাচারি হও। পৃথিবীতে তোমাদের আগমণ অনর্থক যেন হয়। নিজেদের পশ্চাতে উত্তম উত্তম দৃষ্টান্ত রেখে যাও যাতে চিরস্থায়ী পুণ্যের বীজ বপিত হয়। অধিকার আদায়ে নয় বরং ত্যাগ ও তীতিক্ষার মধ্যেই প্রকৃত সম্মান। অতএব তোমরা ত্যাগ স্বীকার কর। খোদার নৈকট্য অর্জন কর। খোদার বান্দাদের সামনে ত্যাগের নমুনা উপস্থাপন কর যাতে খোদা তা'লার নিকট তোমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। উর্দ্ধলোকে সত্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এখন হযরত মহম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে ন্যায়ের তুলাদন্ড প্রতিষ্ঠিত হবে। ন্যায় ও দয়ার শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কারোর উপর অত্যাচার করা হবে না। ধর্মের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হবে না। মহিলা ও দাসদের উপর যে অত্যাচার হয়ে এসেছে তার অবসান হবে। শয়তানের আধিপত্যের স্থানে এক-অদ্বিতীয় খোদার হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, পৃষ্ঠা: ১১৯-১২০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour


## করোনা ভাইরাস থেকে ছড়িয়ে পড়া মহামারি থেকে রক্ষা পেতে হোমিওপ্যাথি ব্যবস্থাপত্র

সারা বিশ্বে corona virus দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে মহামারির রূপ ধারণ করেছে। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে প্রতিষেধক হিসেবে নিম্নোক্ত ঔষধ সেবন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

### প্রতিষেধক হিসেবে

**১) প্রতিষেধক ওষুধগুলি দুই সপ্তাহ পর্যন্ত নিয়মিত সেবন করার পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত বন্ধ রেখে পুনরায় দুই সপ্তাহ সেবন করুন। এভাবে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত এর পুনরাবৃত্তি করুন। ৫ বছরের কম বয়সের শিশুদেরকে এই ওষুধ সপ্তাহে একবার দিন।**

**1. ACONITE-200**
**2. ARSENIC ALB -200**
**3. GELSEMIUM-200**

**2) 5-15 বছরের বাচ্চা এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য**

**ক) ACONITE-200, ARSENIC ALB -200, GELSINIUM-200**

**(খ) Chellidonium Maj -1x**

**এই দুটি ওষুধ 'ক' এবং 'খ' তিন দিন অন্তর পালাক্রমে (যেমন সোমবার এবং বৃহস্পতিবার) সামান্য জলসহ দশ ফোঁটা করে একবার।**

**৩) এছাড়া অন্য সকলের জন্য:**

**1. ACONITE-200**
**2. ARSENIC ALB -200**
**3. GELSEMIUM-200**

**এই তিনটি ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে দুদিন একবার করে । (তিনদিন অন্তর) এবং দশ ফোঁটা ওষুধ সামান্য পরিমাণ জলসহ সপ্তাহে তিন দিন (দুই দিন অন্তর) একবার করে।**

### মহামারি দ্বারা আক্রান্ত হলে

**1) Influenzum-200, Bacillinum-200, Diptherinum-200**

এক সপ্তাহ সকাল-সন্ধ্যা, এরপর সপ্তাহে দুইবার (তিনদিন অন্তর)

**২) Arnica-30, Baptisea-30, Arsenic Alb-30, Hepar Sulph-30, Nat. Sulph-30**

দশ দিনে দুই থেকে তিন বার

**৩) Chellidonium Maj -1x** সামান্য জলসহ দশ ফোঁটা করে দিনে দুইবার।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 30 April , 2020 Issue No.18

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

*দুইয়ের পাতার পর.....*

করে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এর মধ্যে আল্লাহকে সামিল করে। অন্যথায় সে বলে দিক আমি আমি আল্লাহকে মানি না, আমি নাস্তিক। অতএব একজন আহমদী হিসেবে যখন আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস কর, তবে পরিশ্রমও করতে হবে এবং দোয়াও করতে হবে। দোয়া এবং পরিশ্রম করার পরও যদি পরিণাম না বের হয়, তবে আল্লাহ্ তা'লা মনের মধ্যে এই চিন্তা ঢুকিয়ে দেন যে এটি তোমাদের জন্য উত্তম নয়। কিম্বা মানুষ আশ্বস্ত হয় যে যা কিছু হবে ভালই হবে। এভাবে মনের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয় না। কাজেই ব্যর্থতার পরিভাষা গণিতের কোনও সূত্রের মত বলা যায় না। যাইহোক হতাশ হওয়া উচিত নয়। পুরো পরিশ্রম এবং নিজেদের কার্যক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগ কর এবং দোয়া কর। এবং আল্লাহ্‌র উপর বিষয়টি ছেড়ে দাও।

**১লা অক্টোবর, ২০১৯, আলমেরে শহরে 'মসজিদ বায়তুল আফিয়াত' উদ্বোধন।**

আজ আলমেরে শহরে বায়তুল আফিয়াত মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল। আলমেরে শহরটি ফ্লেভোল্যান্ড প্রদেশে অবস্থিত। ১৯৭১ সালে সমুদ্রের একটি অংশকে শুষ্ক করে এই শহরটি স্থাপিত হয়। ৪৯ বছর পূর্বে এখানে কেবল সমুদ্র ছিল আজ যেখানে সুন্দর একটি শহর গড়ে উঠেছে। এই শহরের বাসিন্দা প্রায় এক লক্ষ চুরাশি হাজার। এখানকার লেলিস্টাড অঞ্চলে ২০০৭ সালে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় আর আজ এখানে মসজিদ নির্মাণের তৌফিক পাচ্ছি।

হুযুর আনোয়ার মসজিদের প্রবেশদ্বারের ভিতরে দেওয়ালে স্থাপিত স্মারকলিপির অনাবরণ করেন এবং দোয়া করেন। এরপর নামাযের পর একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর আগমণের পূর্বে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিবর্গ লাইব্রেরী হলে অপেক্ষারত ছিলেন।

**সাংবাদিক সম্মেলন।**

আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে হল্যাণ্ডের জাতীয় পত্রিকা De Volkskrant এর সাংবাদিক, আঞ্চলিক অনলাইন পত্রিকা Zwolle Nieuws এবং আঞ্চলিক টিভি Omorep Flevoland এর সাংবাদিক এবং বেলজিয়ামের ইউরোটাইম প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সর্বপ্রথম De Volkskrant- এর সাংবাদিক মি. বেন ভ্যান রাইজ আলমেরেতে মসজিদ উদ্বোধনের জন্য সাধুবাদ জানান। হুযুর আনোয়ার তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে জামাত আহমদীয়ার পক্ষে পাকিস্তানে মসজিদ নির্মাণ করা সম্ভব কি না?

হুযুর আনোয়ার বলেন: পাকিস্তানের আইন আমাদেরকে এমন কোনও কাজ করার অনুমতি দেয় না যার সঙ্গে ইসলামী রীতিনীতির কোনও সম্পর্ক রয়েছে। তাই আইন অনুসারে আমরা সেখানে মসজিদ নির্মাণ করতে পারি না। এমনকি জামাত বিরোধী আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে যে সমস্ত মসজিদ সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল সেগুলিকেও আমরা মসজিদ বলতে পারি না।

সাংবাদিক বলেন: পাকিস্তানে গত বছর নতুন সরকার এসেছে। অনেকের মতে নতুন সরকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রশ্নে অনেক বেশি উদার। আবার কিছু মানুষ মনে করেন যে এই সরকারের জন্য কোনও কিছুই করাই বেশ কঠিন, কেননা তারা এমন কিছু সংগঠনের সমর্থন পাচ্ছে যারা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরোধী। বর্তমান সরকার এবং পাকিস্তানে ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিবেশ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি যদি পাকিস্তানের মানুষদের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি লক্ষ্য করেন তবে বুঝবেন যে পাকিস্তানের মানুষ নিজেদেরকে বড় ধার্মিক হওয়ার দাবি করে। এই কারণেই পাকিস্তানে সাধারণ মানুষ তথাকথিত আলেম ও মৌলবীদের হাতের পুতুল হয়ে রয়েছে। এই সব মৌলবী, যাদের আয়ত্বে মসজিদের মেম্বার রয়েছে, নিঃসন্দেহে তাদের হাতে কোনও রাজনৈতিক শক্তি নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা জনসাধারণকে বাড়ি থেকে বের করে রাস্তায় নিয়ে আসতে পারে। তাই যে সরকারে যে দলই থাকুক না কেন, তারা উদার হওয়ার দাবি করে। কিন্তু মৌলবীদের ভয়ে গুটিয়ে থাকে। কেননা তারা সাধারণ মানুষকে পথে নামিয়ে মিছিল করার ক্ষমতা রাখে। তাই যতদিন মৌলবীদের ভীতি রয়েছে, ততদিন আপনি বলতে পারেন না যে সরকার সেই সব কিছু করতে পারে যা সে চায়।

সেই সাংবাদিকই প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি পাকিস্তানে যেতে পারেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: হ্যাঁ আমি পাকিস্তান যেতে পারি, তবে শর্ত হল আমাকে একেবারে মুখ বন্ধ রাখতে হবে। সেখানে গিয়ে নিজেকে মুসলমান বলতে পারব না, এমন কোনও কাজ করতে পারব না যা ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই কারণে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা হওয়ার কারণে আমি পাকিস্তান যেতে চাই না। আমি যদি সেখানকার আইনের কারণে চুপ থাকি, তবে সেখানে আমার যাওয়ার অর্থ কি?

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে আপনার মতে পরিস্থিতির উন্নতির জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যতদিন পর্যন্ত সেখানে আহমদীদেরকে অমুসলিম ঘোষণাকারী আইন বিদ্যমান, যে আইন বলে- ' For the purpose of law and constitution, Ahmadies are not muslims.

এই আইন জিয়াউল হকের মার্শাল ল রেজিমের মাধ্যমে আরও কঠোর করা হয়েছিল। এখন সেখানে 'আসসালামো আলাইকুম'ও বলা যাবে না। নিজেদের মসজিদকে মসজিদ বলতে পারবেন না। যেমনটি আমি বলেছি, কোনও কাজ বা পন্থা বা ইঙ্গিতেও মুসলমান হওয়া প্রকাশ করা যাবে না। তাই যতদিন এই আইন থাকবে, উন্নতির কোনও আশা নেই। আপাতত কোনও রাজনৈতিক সরকার বা দলের স্পর্ধা নেই এই আইনটি প্রত্যাহার করার।

এরপর আঞ্চলিক অনলাইন পত্রিকার একজন সাংবাদিক মি.রেইন তুইনিঙ্গা প্রশ্ন করেন, আপনি এখানে হল্যান্ডে আহমদী মুসলমানদের বিষয়ে কি বলবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: হল্যাণ্ডে আহমদীদের অধিকাংশই রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছে যারা পাকিস্তান থেকে হিজরত করে এদেশে এসেছেন। আমরা এখানে এজন্য এসেছি যে সরকার এখানে আমাদেরকে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস প্রকাশের এর উপর আমল করার এবং প্রচার করার অনুমতি দিয়েছে। বর্তমানে জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত। যতদূর ভবিষ্যতের প্রশ্ন, সে প্রসঙ্গে বলা যায় যে জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার আগমণের উদ্দেশ্য হল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষামালার প্রচার করা এবং মানুষকে এ বিষয়ে অবগত করা। আর সেই প্রকৃত শিক্ষা হল ভালবাসা, শান্তি ও সমন্বয়ের। আমরা এই শিক্ষারই প্রচার করছি। এই কারণে অনেক সময় ডাচ জাতির মানুষও জামাত গ্রহণ করে। বর্তমানে জামাত আহমদীয়া হল্যান্ডের প্রধান একজন ডাচ বংশোদ্ভূত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীম বলে, ধর্মে কোনও বলপ্রয়োগ নেই। কিন্তু অপর দিকে একথাও বলা হয়েছে যে মানুষকে যেন বোঝানো হয় যে কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল।

## যুগ ইমামের বাণী

**তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)**

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

## যুগ খলীফার বাণী

**"দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শান্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।"**

**(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)**

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir